সূচীপত্র

৺বাবা-কে এবং মা-কে

ওরা আমার কবিতা

আমার কবিতা তুমি
ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকো ফুটপাতে
আমার কবিতা তুমি
গণ্ডুষে পান করো জল নর্দমা হ'তে
আমার কবিতা তুমি
ভালোবেসে বুকে তুলে নাও পৃথিবীর বিষ্ঠা
অদ্ভুত অদ্ভুত ভালো লাগে তোমার এ কাজের ও নিষ্ঠা

আমার কবিতা তুমি
মাঠে মাঠে পড়ে থাকা ধান কাটা খড়
আমার কবিতা তুমি
কুলোর বাতাসে ওঠা বুক ভাঙা ঝড়
আমার কবিতা তুমি
ডাহুকের কান্না বেতস কাঁটার তলে
যায় ভেসে যাক কবিতা আমার ভেসে যাক সাগরের জলে

আমার কবিতা তুমি খুঁটে খাও আস্তাকুঁড়ের উচ্ছিষ্ট খাবার
আমার কবিতা তুমি অপুষ্টির জলে কাটো বাঁচার সাঁতার
আমার কবিতা তুমি রেল-চাকায় কাটাপড়া যৌবন জ্বালা
ধুকে ধুকে বেঁচে থাকো মৃত্যুর কাছাকাছি বিদায় দিনের পালা

আমার কবিতা তুমি
দারিদ্র্যের বলি খাওয়া কুমারীর গোপনতা

আমার কবিতা তুমি
বিধবার ভ্রূণ হননের কঠিন গোপন ব্যথা

আমার কবিতা তুমি
মাঠে মাঠে পড়ে থাকা বর্ণ দ্বন্দ্বের লাশ
জেলে-মালোর কবিতা আমার
অস্তিত্বহীন সমুদ্রে পায় না বাঁচার আকাশ

আমার কবিতা তুমি
থাকো ধাপার মাঠেতে পঁচাগলা দুর্গন্ধে
আমার কবিতা তুমি
থাকো ট্যাংরার ট্যানারীতে মহা আনন্দে

আমার কবিতা তুমি
আছো ক্যানাল ইষ্টের বদ্ধ কুয়ার জলে
তোমার সাথে যেন না হয় দেখা, আমার এইবার মৃত্যু হলে ॥

ত্রিভুজ কেউ ভাঙতে পার?

হাওয়ার মধ্যে ঘর বানায় একটা কালের ইতিহাস
এই কালেরই চাকায় সে—
শিক্ষিত যুবা
ভিতরে বাইরে বড় যে নির্মম
চারিধারে দেখি, শুধু দেখি তার,
কেবলই ত্রিভুজ আঁকা।

অস্তিত্বের ভেলায় ভাসে এ ত্রিভুজ,
সম কৌণিকই বলা যায়
পুঁথি পাতায় মধু গুলে খায় মৌমাছিরা
উইপোকা ঢিবি বানায় মাটি খেয়ে খেয়ে মাটির দেওয়ালে
ত্রিভুজের সেই বাহু শুয়ে থাকে—
সুবিশাল মাঠ
তারপরে লম্বভাবে দণ্ডায়মান বাহু-এক
কেবল বেকারত্ব বাড়ায়
পাতার আড়ালে ঢাকা
পাকাফল কামরাঙার নেশা

অতিভুজ দীর্ঘতর বাহুর পিছে ছুটে ছুটে এসেছে হতাশা
হতাশা···হতাশা···হতাশা
কুরে কুরে খায় ঘুণি পোকার মত
বিদ্রোহের বাঁশি বাজে,
শাসন ভাঙে কঠিন দুঃশাসন যৌবনে

এ শিক্ষার অর্থহীনতা।

প্রসারিত শুধু অসারতা ঊর্দ্ধমুখী প্রতানে

এই আরেক ত্রিভুজের আরেক বাহু-ভূমি,

অনীহা ঘিরে অক্টোপাসের মত—

সময়ের চাকায় বয়স বাড়ে অন্ধকারে

দারিদ্র্যের অভাবী আলিঙ্গনে

ঊর্দ্ধমুখী লম্ব বাহু বাড়ে আকারে,

অতিভুজ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় তার

হতাশা দারিদ্র্য দিয়ে ত্রিভুজের

অতিভুজ গড়ে—

লেলিহান জিহ্বা,

কেউ কি পার তোমরা এই ত্রিভুজগুলো সব

ভেঙে চুরে নির্মূল করতে?

যাত্রিক

ভোরের খোলা জানালা দিয়ে
দৃষ্টি পড়েছিল দূরে—অনেক দূরে
সূর্যিমামার ঘুম ভাঙানোর গানে
আবিরের রক্ত রাঙা রঙে
শীতের কুয়াশা ঘেরা আবছা অন্ধকারে
কোথায় পৌঁছে গেছি জানিনা।

মনেহয়, কল্পনার ভরাপালে নৌকাখুলে
বাস্তবের দাঁড় টেনে
অথবা নিশ্চিন্তে অবাক মনে
মনের খোলা জানালা দিয়ে
আমি দেখেছি তাকে—

বেণু-বেতসের বনের ধারে
ভাঙা ইটের দেওয়াল ছুঁয়ে
সেই বৃদ্ধ বটগাছটি ;
শত বছরের পুরোনো ইতিহাসের সাক্ষী
এগিয়ে চলেছে অনন্ত কালের দিকে।
অনেক জানা অজানা কথা বাহুবন্ধনে
আঁকড়ে ধ'রে—পত্রেপুষ্পে সুশোভিত কলেবরে
কতশত অনাশ্রিত পাখি
বাসা বেঁধেছে তার কোঠরে

আমার ইচ্ছা হয়—
এই জীবনটা বটগাছটির মত
ছড়িয়ে জড়িয়ে পড়ুক অনাদ্রিত সমাজে

অসম্ভব সাধনা সম্ভবের পিপাসা নিয়ে
যদি পারি, হাল ধরি শক্ত হাতে

লোনা জলে ঢেউয়ের তাকে তালে
বৈঠাফেলে
ভাঙাভেলা নিতে হবে সাগর পারে।

যাত্রীর মনে শঙ্কা জাগে ঃ
ঝড় তুফানের রাত্রি শেষে, ভোরের
শুকতারাটির হাত ছানি
ভাগ্যে তার হবে কিনা হবে!

গভীর অরণ্য

রোজ রোজ সন্ধ্যায়
গ্রাম হ'তে মিছিল আসে
রাজ পথে ;
জনারণ্যে হারিয়ে যায়
জীবনের কালো কালো সন্ধ্যায়
ল্যাম্পোষ্টের তলায়—
এই কোলকাতায়
গভীর অরণ্য নামে।
চাঁদের আলোর রূপ নেই
সূর্যও তমসা বিলোয় এইখানে,

অভিশাপ কতো যে গভীর
ইটপাতা রান্নাবাড়া
দৈন্যের সংসার
আঁধারে শাঁখিনী হয়
নরনারীর আদিম লালসা ;

সমস্যার কাঁধে সমস্যাগুলো চাপে
ল্যাম্পোষ্টের তলায়
বাস করে গভীর অরণ্য।

———

গন্ধ

এইসব মানুষের গায়ে আজো কাশ্যপেয়দের গন্ধ
সেই ভাগে ভাগ
হাজার বছরেও ফুরোয়নি অতীত
অভিশাপের রথের চাকা
পৃথিবীর বুকে আজো কাটে দাগ।

ক্ষৌণিশ মূর্খতায়
চোখে বাঁধো অন্ধের ঠুলি
চিরস্থায়ী রাত্রি তমসার
বুকে জ্বলেনি আলো আজো
কৃষ্ণপক্ষের সভ্যতার
গা হ'তে ছড়ায় অস্পৃশ্যতার গন্ধ ;

রাবণের মানুষ সত্তা কান্না করে
পৃথিবীর উদ্ধত অহমিকায়
জন্মের তপশিল হ'তে
রাক্ষস রাবণ অবজ্ঞা কুড়োয়—

তাইতো অপাংক্তেয় মানুষের
গায়ে আজো আছে
ধূলি ধূসরিত বর্ণ বর্ণ গন্ধ ॥

———

পাখি ও পৃথিবী

এরোড্রামে শুয়ে থাকা প্লেনটির মতন
আমার বুকের গহ্বরে কতো কী যেন লুকিয়ে আছে
কী জানি, কখন সিঁড়ি ঘরের দরজা খুলবে ! ?

অভ্র ছাদে দাঁড়িয়ে শেষ নেই তার,
আকাশের কোলে কেবলই ঘুড়ি হয়ে উড়তে চাই ;

দমকা হাওয়ার যা দাঁত খিঁচুনির ভয় !

কিন্তু সোনার চিল পাখা মেলে শূন্যে
হারিয়ে যেতে তো বাধা পায় না ?

ভাবি : সেই এক জগৎ
অতি উচ্চ থেকে ছোট ছোট দুটি চোখে
সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পায় এক পলকে—

দুঃখ বেদনা হাসি কান্না,
সব কিছু লুকিয়ে থাক আমার বুকে,
পাখা মেলে হাল্কা বাতাসে কেবল উড়তে চাই আমি।

মেলোড্রামা

শুনেছ, হাসপাতালে জন্ম নিয়েছে একটি শিশু
—নতুন শিশু ;
সে নাকি কোটি কোটি সচেতন মানুষের
বহু বছরের সাধনার সম্পদ।···চারদিকে
আনন্দের করতালি।···অভিনন্দনের পর অভিনন্দন।
সে সমস্যাগ্রস্থ মানুষের মনে এনে দিয়েছে আশাবাদের ছাপ

একি ? যাঁর ভুরু যুগলে লুকিয়ে আছে অজস্র সম্ভবনা,
সুস্থ সবল দেহ,···তাঁকে নিয়ে আবার ভাবনা কেন
ডাক্তারদের মাথায় মাথায় ?
সমস্ত মানুষগুলো নাকি এখন ভুগছে
—মরকুটে মেলোড্রামায়।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি, কানাঘুসি শুনেছি
নার্সদের মুখে মুখে ; ভয়ঙ্কর অসুখের জীবাণু
মিশে আছে শিশুটির রক্তে।

'মেলোড্রামা'—
কী ভয়ঙ্কর কথা! শিশুটির কি হবে এখন ?
আমার বড় ভয় হয়—
তোমরা বলো, এই নাটকের শেষ কোথায় ?

শ্বেত পায়রা

নরম নরম ঘামের পরে একটা শ্বেত পায়রা
বসেছিল
এবং ডেকে উঠেছিল তুই চোখের মধ্যে
বক বক বকম বকম কী অদ্ভুত শব্দ
হায়রে শ্বেত পায়রা
কেঁপে ওঠে বুক
ঘাম ছিল না যেদিন গায়েতে আমার,
বুকের মধ্যে ছিল ফুল আর ফুলের কামড়,
উল্টো মুখো শু'য়ে ছিল পথ ;
ভাঙা তুয়ারের সেই পথ
বেড়ে বেড়ে চলে যায় জঙ্গলে—

শক্ত চোয়াল। নরম নরম ঘাম এখন,
বারান্দায় ফুরফুরে হাওয়া
অবেলায়
শ্বেত পায়রা ফিরে ঘুরে আবার কেন ?
উড়ে যাও উড়ে যাও এই বেলা।

ছিন্ন কাঁকন

কখনো কখনো মনে হয়, চেনা হাতের
চেনা কাঁকন
পড়ে আছে পথের পরে ;
বুকে তুলে নিয়ে পরখ করি—
চেনা গন্ধ
যদি, খুঁজে খুঁজে পাই মৃত মৃত কাঁকনে কাঁকনে ;

পথের ধুলো খেয়ে গেছে
নারীর বুকের গোপনে রাখা
সম্ভ্রমটুকু আর ভালোবাসা—
খেয়ে গেছে, রক্তিম সূর্যের ধূলিশা বাতাস
মস্তানের জামার আস্তিনে রাখা
হাওয়ার নিশান
উড়ে যাচ্ছে নিরন্তর উল্টো মুখে।

গাছ পালা ধরে রাখে শৈশবের সারল্য-ছায়া
হেলানো বেলায়
দীর্ঘ দীর্ঘ হয়ে ঝুঁকে পড়ে তারা,
বুকের ভিতরে
বেলুন ফেটে গিয়ে হাওয়ার শব্দ,
পুরাতন বাঁশির আওয়াজ যেন—
পথের ধুলোয় আছে ছিন্ন ছিন্ন কাঁকনের কান্না।

কচুরীর ফুল

সৃষ্টির উৎসারিতে অপেক্ষমান, এই বৃক্ষরাজি
অথবা ছোট ছোট পাহাড়
মাটির রূপে রসে যার প্রসারিত শিকড়—
পল্লবিত ডালপালা বায়ুর স্পন্দনে
কেঁপে কেঁপে ওঠে, এক থেকে বহুধা বিস্তারিত হবার
সমস্ত জীবনের শাশ্বত প্রয়াস।

অথবা নদীর স্রোতের মত, এই গাছ-চারা,
কূল-ছুঁই কূল-ছুঁই ভেসে যায়
সৃষ্টিময় জীবনের আনন্দ ধারা।
ভাঙা হালের দাঁড়টানা মানুষ, দেখেছি জব্বর
শেওলার মত বেড়ে ওঠে দিনরাত
বুকে নিয়ে গাঢ় পুরু পাতার বেদনার বেগুনি রঙ—

কচুরীপানার ফুলে ফুলে শিস তোলা নাও
মৃত্যুর মুখোমুখি লোনাজলের আছাড়ে নাচে—
এইসব শেওলার ময়লা পাতা অথবা
ক্ষণিকের বেঁচে থাকা বেগুনিরঙে
কচুরীর ফুল,
হালকা হাওয়ায় যায় মুছে···মুছে যায় তারা॥

———

আলোর জন্য

লোডসেডিং হ'য়ে গেল আচমকা
ঘরের ভিতরটা অন্ধকার এখন
মা বল্লেন, জানালাটা খুলে দে,
বাইরের থেকে একটু আলো পাওয়া যায় যদি—

শীতের সকালে এমন বিষ্টি,—মারকুটে আঁধার,
আগে কখনো দেখিনি এমনটা ঘটতে ;
সূর্যটাও মুখ লুকিয়ে আছে এসময়ে—
অবোধ সন্তানেরা জানেনা, একটু আলোর জন্যে
কতো হাহাকার করছে মানুষ।

বালক দিনের ছবি

সূর্যটা হেলেপড়া

সবুজ ঘাসের পরে বিছানো রোদ্দুর

শীতের হাঁটু-মোড়া উত্তাপটুকু

ব্যাঙ্কের খাতায়

এখনো কেরানী মন লেজারে

লেজুড় টানে

সাল তামামি কাগজের শেষ ঝরা পাতা

ক্রমশঃ দিনের

খাপে তুলে রাখা আছে তরোয়ালের মত

আলজিভের জড়তা-মোড়া

সেই সরল অমলিন মুখ

হলুদ রোদ্দুরে বেকার ছেলের মত

বাজপাখির ছায়া

ক্ষিপ্রতায় নেমে যায় কাচ-ভাঙা জলের নিচে

কূলে চোখে-চোখ মুখে-মুখ

বুকে-বুক রাখা তার

জাবনায় জাবর কাটার শব্দ শুধু পুরাতন ঘাসের ।

বুকে তুলে রাখি

নীল নীল বাড়িগুলো
ভাঙা ফুটো ছাঁদ
মারকুটে রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে এখন
চারদিকে ছ্যাখো,
হাওয়া খোলা পিদ্দিম
হাতে বুকে আগলে
কে কতো কাল রাখতে পারে বলো

সাদা সাদা মানুষ
বক-সাদা মন
খসা-ইট দেওয়ালেতে সাঁতার কাটে
ধসানো পলেস্তরায়
পিঁপড়ের মিছিলে আজো
উৎসব আছে—
এবং আছে বলেই, আমরা সবাই,
কপাল-খাকি রোদ্দুর তুলে রাখি বুকে ॥

বসন্ত বাতাস জানালায়

হারানোর বেদনায় যখন পৃথিবীটা কাঁদে
তখনো একটা বসন্ত বাতাস আসে জানালায়,

আকাশ ভেঙে বিষ্টি যখন নামে এবং সবকিছু ভাসায়
তখনো একটা বসন্ত বাতাস আসে জানালায়,

নীড় ভেঙে ঝড় যখন বয় এবং গাছপালা নাচায়
তখনো একটা বসন্ত বাতাস আসে জানালায়,
পাহাড় ভেঙে নদী যখন নামে এবং সমুদ্রে ছুটে যায়
তখনো বসন্ত বাতাস আসে জানালায় ;

মৃত্যু যখন জীবনের টুটি চেপে ধরে তুঃস্বপ্নের হাতে
তখনো বসন্ত বাতাস জানালায়,

বাতাস বয় বসন্ত বাতাস
বয়, প্রতিকূলে অনুকূলেই বয়—
সমস্ত মানুষের মনে শ্বেত বলাকার স্বেদ ডানায় ডানায়

সিতকণ্ঠের যৌবন

বাগানে ফুল আছে ফুল—সিতকণ্ঠ—ওরা শব্দের পাখি
গলায় ভালোবাসার পরিচিত যৌবন সাদা রং
এখন টকটকে লাল অথবা পাঞ্জাকষা হলুদ
চোখে বুকে ঘুরে বেড়ায় মৃত হরিণীর খণ্ডিত লাশ

বেতের ফলের ডোরা কাটা চোখে রাখা ঠোঁট
নিষ্ঠুর, অসম্ভব নিষ্পলক চুম্বনে নিষ্ফলতা—
যৌবন ছিঁড়ে সিতকণ্ঠ পাখি ওড়ে, সন্ধ্যার
সীমানার ওপারে রাতের মিছিলে দানব উৎসব, শব্দ,
মায়ের বুক দুরু দুরু, লোনাধরা পলেস্তরা, ইটের
পাঁজর খসে, কাদা ভরা ধান খেত, সরু গলি আল ;

লুঙ্গির কোঁচড়ে ঢাকা পুজোর ফুল নিয়ে ছুটে যায়
উৎসব মেলায়, রেঁদা-খোঁড়া কাঠের গায়
কাঁপা কাঁপা দাগ, পালিশে বড় চকচক করে
সমস্ত শব্দের যৌবন। সিতকণ্ঠ পাখি ওড়ে
ধনিচার বাগানে এখন শ্রাবণের নতুন জল—
উলঙ্গ শিকড়ের চারিধারে বিস্তার, তুলোট তুলোট
চেরা-মরা ধনিচার বুক হতে শ্যাওলা ঠুকরে খুঁটে খায়
গা-পিচ্ছিল মাছের মত ডোবার জলে সিতকণ্ঠের যৌবন ;

এই বিকেল চলে যাবে, তার আবার কিছুদিন পর
শব্দ পাখি রবে না বসে, ফুল হ'য়ে বাগানে ফুটবে সব।

চিড়িয়াখানা

ল্যাম্পোষ্টের ঝুলে পড়া ঐ কালিপড়া বাতিটাকে
আপাততঃ একটা টারগেট করা যাক—
হুগলীর দ্বিতীয় সেতু হ'য়ে গেলে পরে
        গড়ের মাঠটা বিক্রি ক'রে দোব ভাবছি ;

ফাঁকা ফাঁকা কিছু ভালো লাগেনা আমার।

সরকারী উদ্যোগে বস্তি গড়ে উঠলে
মৃত মানুষের সৎকারই করা হয়,
বস্তিভেঙে পাঁচতারা হোটেল আর
        পাঁচতারা হোটেল ভেঙে চিড়িয়াখানা গড়লে
দ্বিপদের স্থলে চতুষ্পদের স্থান করে দেওয়া যায় ;

সারা পৃথিবীটাকে একটা চিড়িয়াখানা বানালে
কেমন হয় ?   সমস্ত মানুষের মধ্যে কিছু মানুষের অন্তত
সেই প্রকারের চেষ্টা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যুদ্ধরত মানুষ

আহত যৌবন অসুস্থ এখন চারিদিকে
আগুনের ফুলকি
যখন তখন জ্বলে ওঠে বাতাসে
পাখির ঠোঁটের এক গণ্ডুষ হাওয়া
অথবা এক চিলতে রোদ্দুর
টানাটানি চিরকালের
বস্তির ভাঙা দরজার গোড়ায়
লাশটানা মানুষ
আমরা সবাই—
আমরা সবাই যুদ্ধরত বুক।

নাক সর্বস্ব মুখের আদল আমাদের
কর্পোরেশনের জঙ্গলে চাপা পড়তে পড়তে
চোখ দুটো ক্রমে ক্রমে
ছোট হ'য়ে গেছে ভীষণ,
আমরা তাই—
শুয়ে থাকি মাঝে মধ্যে বোধকরি
হিপোক্রাট-রোডের ড্রেনের ফোঁকড়ে
অথবা ময়লার গভীরে
অথবা রাস্তার ফাঁজিল ফাঁজিল
ফুটপাত কামড়ে খাই
এক এক সময়ে—যখনই সুযোগপাই ;

ছোট ছোট চোখ

ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন কিনা

কিছুই জানিনা—

শুধু বুকের শূন্য চাতালে

হাওয়া টানবার জন্য হাপর,

নাক সর্বস্ব মানুষ আমরা এবং

আমরা মানুষ, অথচ যুদ্ধরত সব সময়ে—

বেঁচে আছি এইভাবে, কেমন আশ্চর্য রকমের!

ফিরে পেতে চাই

ঘর পোড়া ঢেউয়ে বিবস্ত্র
আমরা কিছু মানুষ
নিদ্রিত, অন্ধ, উত্তপ্ত, বালির বিছানায়
পড়ে থাকি, পড়ে আছি
ঘুমোতে ঘুমোতে অজান্তে চুপিসারে
নেমে যাই গভীর জলে—
বেহুলার মত নিঃশব্দে সংগ্রাম করি ভেলায়
সংগ্রাম আমাদের,
মৃত মৃত স্বামীদের ফিরে পেতে চাই ;
কেবলই ফিরে পেতে চাই
বুকের কাছে—
দাঁতের বিষে মিশে আছে যারা এই পৃথিবীর
ক্রূর শব্দের নগ্ন বিছানায় ॥

ঈশ্বরের ঘরে

আমি বস্তুতঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,
অন্তত মহাশক্তি বলে একটা কিছু যে আছে
সেটাই মানি ;
অথচ একদিন হঠাৎ বিদ্রোহী হলাম চিরায়ত
নিয়মের বিরুদ্ধে এবং বল্লাম ঃ
ঈশ্বর ফিশ্বর ব্যাপারটা বুজরুকি—
আসলে ওসব মানিনা কিচ্ছু,
খানিকটা তামাশা করলাম
যেন নিজেই নিজের সাথে,
মনের সায় নেই এমনিই এক অজ্ঞাতে,
পরস্পর ঘটনা ঘটে গেল তারপর কতকগুলো—
ভাগ্যের হাতে পর্যুদস্ত রীতিমত
বেরোবার রাস্তা খুঁজলাম—বেশ কিছুদিন,
অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে
পথহারা পথিকের মত—
সামনের চিন্তায় দেউলিয়া হ'য়ে আবার একদিন
মাথা হেঁট ক'রে ঢুকে গেলাম ঈশ্বরের ঘরে।

হরিশ্চন্দ্র

এ কূলে ও কূলে দুই কূলে হাহাকার
মাঝখানে সংসার
শূন্যতার জোয়াল টানে দিনের মত।
ভালোবাসা পায়নি বলে—
খুন করেছে তাকে প্রকাশ্যে
প্রেম করেছে সংহার
সেই দিবালোকে ;
লাশ পোড়ানো ছাপ
চোখে মুখে তার
চিতার গন্‌গনে আগুন দহন হ'তে
সে চণ্ডাল হয়ে গেছে—
অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বুকে নিয়ে
মৃত রোহিতাশ্বের কান্না
আজো ঘুমিয়ে আছে স্কন্ধে তার॥

নেশা

তুমি আস চুপি চুপি, তুমি আস গোপনে
অজানা অরণ্যপথে দ্বিধা পরা চরণে
আস্তানা বুঝে ঠাঁই খুঁজে খুঁজে,
অথবা নিভৃত রাতের গোপন অতিথির মত
মনের জানালা খুলে
ধীরে ধীরে নিদ্রিতার শিয়রের পাশে,
অথবা সকালী রোদের পায়ে মিঠে হাওয়ার
ঘুঙুর পরে রুনুঝুনু রুনুঝুনু বাজিয়ে
মিশে যাও জীবনের স্রোতে—

কখনো বা তুমি আস সজাগ হ'য়ে
মিঠে সুরে গান গেয়ে নারদীয় বীণায় যথা
'নারায়ণম্ নারায়ণম্' সুমধুর বাজে ;
সরীসৃপের গতি নিয়ে তুমি আস ধীরে ধীরে
তোমার সে গতির জোর যেন—
পালে বাঁধে ফুলে ফুলে
নৌকা কাঁপে মাঝি কাঁপে
হাল ঘোরে এদিক ওদিক স্রোতের টানে।

তোমার সে গতির জোর যেন
তীর ভাঙা ঢেউ সম আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে ভরাকূলে,
অথবা সে যেন চাট্‌গাঁ-ভোলার কোলে নীড় ভাঙা ঝড়,
অথবা কভু মনে হয়,
ও যেন দক্ষ মাঝির মত—
নাবিক সেজে নদীবুকে কত শত জীবন নিয়ে
ইচ্ছামত করে কারবার ॥

অহঙ্কার

এক পা দুই পা তিন পা
এগিয়েছি
সম্মুখে
অথবা···কিছুই তা জানিনা

শেষ।
শেষ হ'তে শুরু
সংবৃত্ত পথ যতো
পরিক্রমা ক্রমাগত

সমুদ্রের মত
এ মানুষের অহঙ্কার,—
ভাঙি, অথবা
গড়ি, অথবা
শেষ করি ভাঙাচোরা কাজ।
শুরুও করতে পারি নতুন ক'রে

ধ্বংস স্তুপের পরে
গড়তে পারি মনোরম উদ্যান।

রিক্ততার ক্রন্দন

বুকের ভিতর অজস্র হাতুড়ির আঘাত
অশেষ বেদনায় ব্যর্থ কান্না
তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু চোখ,
অথবা আবছা লাগা
দূর আকাশের কোলে এক ঝাঁক বলাকা
সাদা সাদা পাখা মেলা
তালে তালে ওড়া
ছন্দে দোলার মনোরম দৃশ্য ;

অদূরে তার ঘন কালো মেঘ
কুটিল করাল মূর্তি
অন্ধকারে ঢাকা পৃথ্বি
বুকে তার কী যেন এক ধ্বংসের নেশা।

ঝড়ের হাওয়া
বিষম বেগ
গাছপালা ভেঙেপড়া
পালছেঁড়া নৌকা চলা
হাল ঘোরে এদিক ওদিক,
ট্রাম ছোটে
গাড়ি চলে
কুলীদের হাঁক ডাক
সমুদ্রের তুফান
সাহারায় ঝড়
কিছুতেই নেই তফাৎ ;

যাত্রীর মনে আশঙ্কা……
ডানা ভাঙা বলাকা একাকী পড়ে আছে
দলছাড়া মাঠে ফাঁকা।

বুকের ভিতর অজস্র হাতুড়ির আঘাত
অশেষ বেদনায় ব্যর্থ কান্না
চিন্তায় ঢুলু ঢুলু চোখ,
অথবা আবছা লাগা
একাকী পড়ে আছে দলছাড়া মাঠে ফাঁকা॥

ঠকাঠক্ শব্দ

পথঠোকে অন্ধের লাঠি ঠকাঠক্ ঠকাঠক্
অন্ধকারে কতো নদী বয়ে যায় এই ভাবে—

শব্দের শিকড়ে টাইপরাইটার—ঠকাঠক্ ঠকাঠক্,
কি কথা লেখা হয় কার নামে কে তা জানে ?

শব্দ ঠকাঠক্ ঠকাঠক্, কান্না বিষণ্ণতার
আঙুল হতে নেমে আসে বিবশ বাতাসে
কাগজে কাগজে দাগ কাটা, রিবন আঁটা—

কতশত অশ্বশক্তি কাজ করে, ঠকাঠক্ ঠকাঠক্ করে,
খুরের ধুলোয় ঢাকা পড়ে ঢ্যাঙা লোকের পাথুরে চোখ ;

খোঁড়া-পথ ধরে তারা নেমে যায় পাতালে গভীরে
ঋজু মানুষের অশ্বশক্তির গাড়ি সেখানেও অছে।

যদি সময় হয়

বড় অবেলায় ভেসে ওঠে তার মুখ
বুকের কাছের শক্ত পাথরে
গুঁজে রাখি দুই চোখ
তারো মাঝে যতোটুকু পারি—
ভোলে ভালে
দেখে নিতে চাই ভালো করে ;

ঝনঝনিয়ে বিষ্টির জল
তপ্ত মাটিতে তরঙ্গ তোলে
নক্ষত্রের দেশে—
বুনো শুয়োর চেয়ে আছে হাঁ-ক'রে
যেটুকুনি পারে, ভাঙা ইট চুণ বালি ছড়ানো ছ্যাখো,
খাচ্ছে পথের পরে,
মানুষের গায়ের গন্ধ
বড় শুকনো শুকনো হ'য়ে গেছে
পাথুরে দেশের খরখরা রোদে।

বিকেলের ধুলো মাখা সূর্য তুমি
এই বেলা যাও,
যাও ঐ অস্বচ্ছ জলে নেমে—
আবার কখনো যদি সময় হয়,
সকালের হারানো মুখ
দেখে নোব ভালোকরে॥

দ্যাখো, আছি

আমি আছি—

আমি আছি এতটুকুনি থেকে এত বড়

কট্টুকিনি থেকেই কত ও বড় এখন

আকাশ জুড়ে বাতাস জুড়ে

মাঠে মাঠে

ধান চারার মত পোঁতা সারি সারি

আন্দোলিত—মুখরিত মুখ

চোখে কানে কথা।

পৃথিবীব চামড়া রোমশ সবুজ

আলে বাঁধা জল তিরি তিরি তুফান

খেলা করে

বাঁধন চার ধারে উঁচু-খাড়া প্রাচীর

অথবা খসে পড়া পলেস্তরা।

ভিতরে ভিতরেই আমি আছি

কেমন মানুষের মত বুক

দুরমুশ ইঞ্জিন' চাপা।

খিদে-মরা পেট—

বর্ষার ছাঁদনাতলায়

ওদানো ওদানো শরীর

ভিজে নামা উত্তাপ

পা ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটির পরে

ভালোবাসার চত্বর

আকর্ষিত ভূমি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে

কাঁটা ভরা শমি বাবলার গাছ
পাতাঝরা এখন তখন
ছাল ছাড়ালে বৃহৎ কঙ্কাল
মানুষের মতন—
হয়তো মানুষেরই হবে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠের প্রত্যন্ত গভীরে
ডানা মেলা নেলাখেপা শকুন
মড়া শুঁকে উড়ে যায়
উই ঢিবির জমাটী টিলায়
ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়ের মত
নাবাল চাষের বলদ
দাঁড়িয়ে ঝিমায় তারি আড়াল ছায়ায়
হাঁপানো রোদ্দুরেই আছি,
কখনো কখনো আছি এট্টুখানি বিষ্টিচ্ছায়॥

লোনা জলের দাগ

তুমি বলেছিলে
চাকার পরে ঘুরছে পৃথিবী
আমি দেখি, উল্টোমুখো হাঁটছে মানুষ

তুমি বলেছিলে
দড়িছেঁড়া খিদে খুঁটো ভাঙছে এবার
আমি দেখি, নীলজলে সাঁতার কাটছে হাঁস

তুমি বলেছিলে
রাস্তাঘাট খুবলে খাচ্ছে বুকের পাথর
আমি দেখি, হরিণ-পথের শব্দ বনের ভিতর

তোমার ঐ চোখের ভাষা আর মনের ভাষা পড়ি
আর দেখি, যতটুকু পারি—দুচোখ হ'তে
মুছে দোব তোমার লোনা জলের দাগ।

আত্মপ্রকাশ

অচেনা এক ডবকা মেয়ে পথ চলে যায়
পায়ের গন্ধে গন্ধে ফুটে ওঠে লাল চেলীর দাগ
হলুদ ফুল আর ফুল
ফোটে বুকের ভিতরে তাহার।
সোঁদাল ডালে
সবুজ সবুজ পাতায় ঘেরা মন
পুচ্ছে পুচ্ছে পেখম,
ময়ূরী ডাকে, ময়ূর নাচে, মাতামাতি—
দিশ-পাশ নেই তার
পাশাপাশি দিনরাত
হাল্কা বাতাসের মত,
মিষ্টি ফুলের ঘ্রাণের মত,
নতুন ভাবনার স্রোত
শিমূল-ফাটা তুলো যেন
হাওয়ায় ওড়ে···ওড়ে···ওড়ে।
কাঠ কুঁদে কুঁদে ভিতর হ'তে—
ধ্যানের দেবতা একদিন
ভ্রূণে স্থিত হয়, পরিশীলিত হয়

এবং প্রেমের জরায়ুতে বাঁধা পড়া সেই মানুষ একদিন
ফুলের মত ফুটে ওঠে ফুল অথবা মানুষ

এবং জঞ্জাল ভেদ ক'রে স্রোতধারায় দীপ্তিময় আত্মপ্রকাশিত হয়॥

ভেসে আছি

আমি ভেসে আছি ঃ
ঘুম ঘুম লোনা ধরা বাতাসেই ভেসে আছি,
আমি ভেসে আছি এই দ্যাখো
ঢেউ ভাঙা স্রোতের খাদে ভেসে আছি।

আমি ভেসে আছি ঃ
নিশ্চিত ভেসে আছি সময়ের ভিতরে
ভেসে আছি পৃথিবীর বুকের জীর্ণ পাঁজার পরে
অথবা সূর্যের দেশের তাপঝরা আগুনে।

আমি ভেসে আছি ঃ
ভেসে আছি,
ভেসে আছি অনন্তকাল ধরে।

নিজেকে নিজে দেখিনি ব'লে
তোমাকে দেখে দেখে ক্লান্ত চোখ ;
অথচ কোনদিন কোন কিছু দেখিনি ভালো ক'রে
যা দেখেছি অথবা চেয়েছি তোমার কাছে—
এমনও হ'তে পারে
পাইনি বলে,
সেই বেদনায় অথবা আনন্দে—
সবকিছু অস্বীকার ক'রেই আমি
এই আমি, এমনি করেই ভেসে আছি।

সুখী পরিবার

বলা যায়, নারীত্ব খাদে নেমে যাওয়া কোন পাংশু
মুখের অসহায় চিহ্ন—
অশ্বত্থের বীজে বিস্তারিত ভিত
শক্ত মাটিতেই আছে,
পায়ের শিকড়ে রস লুণ্ঠিত হয় এই পৃথিবীর।
নারীরা যেন এক পক্ প্রণালী
গেঁথে রাখে দুই জলাধার
তীব্র আকর্ষণে অথচ প্রহসনে,
উজানে কখনো ভেঙে পড়া পাম্বান ব্রীজ
দেখেছি ক্লান্ত চোখের মত—
রামেশ্বরের পুরাতন মন্দির
একজাহাজ মানুষ্যত্ব বোনা ফসল নিয়ে
ঘণ্টাধ্বনি যেন মন্ত্রের আস্বাদে
খাদে খাদে নেমে যায়।
অনন্ত শয্যায়, সমুদ্রের জলে।
নারীত্ব বলা যায়—
চিরকাল সূর্যের কাছাকাছি একটি উজ্জ্বল আলো
অথচ প্রকৃতির নয়নেরই মত
দুই চোখ দুই চোখে চুমুখেতে খেতে দেখেছি তার
বারম্বার
বৈপরীত্য ধর্মগুণের তীব্রতা ভীষণ;
কতো শক্তিমান—
গড়েছে সে অনন্তকালের মানুষের সুখীপরিবার।

হারিয়ে যাওয়া

ধসনামা বালিয়াড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছি চিরকাল।
দাঁড়িয়ে আছি চিরকাল আমরা কিছু মানুষ—
দক্ষিণা বাতাস রেখে গেছে আমাদের জন্যে
নিঃস্বতাভরা সাগরের উত্তপ্ত চুম্বন ;

ক্ষয়ে যাওয়া বেলা-পাড়, মানুষের অতলে হারিয়ে যাওয়ার,
কঠিন ভালোবাসা যুগ যুগ ধরে টানছে আমাদের—
কে কার ?
হারিয়ে যাই আমরা কেউ কারো বা বুকের ভিতর,
অনাথ বালক-বালিকার নিরুদ্দেশ যাত্রার মত—
মানুষ খেকো শহরের পথে পথে আমরা হারিয়ে যাই
কখনো কখনো।
আমাদের হারিয়ে যাওয়ার ভিতর থেকে গড়ে উঠেছে
মানুষের না-হারিয়ে যাওয়া কালের সভ্যতা,
আবার আমরা হারিয়ে যাবো না বলে প্রয়াস চলছে
দিকে দিকে, চতুর্দিকে বোধকরি—
সেই প্রয়াস অন্তঃসার শূন্যতায় খুবলে খায় আমাদের পথ
আমাদের বেঁচে ওঠার পথ,

আমরা তাই নিঃস্ব দীর্ণ হয়েই কেবলি প্রত্যাশা করি
করুণাময়ের কাছ থেকে কিছু না কিছু করুণা পাবার।
এই আনত লালসায় অথবা ছায়ায় ছায়ায় বেড়ে উঠি বলে,
ধুলো-মাটি পথে শুকিয়ে যাই প্রায়স—
বিনা নোটিশের বিষ্টির চোখের জলের হুতাশের মত।

পাড়ি

অনেকদিন আগের এক ঘরছাড়া পাখি
বেলেহাঁস জলবুড়ে অথবা দীঘেড়ি
গোগার বতর-টানা শব্দের আক্রোশে
ডানা ঝাপটেছিলো একবার মরণপণ—

থিক থিকে অন্ধকারে ডানার সেই শব্দ আছেক্ষণ
এখনো অলিতে অলিতে গলিতে গলিতে,
টুং-টাং টুং-টাং
শব্দ ঝাপটায় ;
ঝুপঝাপ চুপচাপ নেমে যায় জলে।
বকচরার পাঁকে-পাঁকে পাক-খাওয়া পাখি
ঘর ছেড়েছে কতোবার,
কী জানি,—
বারম্বার বাঁধা-ঘর ভিটে ছাড়ার শোকে
উড়ে যায় লম্বা লম্বা টানা গলায়
অন্ধকারের ডানা আছে
শব্দ আছে তার
শন্‌শন্ শন্‌শন্ বায়ুর স্তরে স্তরে
সেই ডানার ক্রমশঃ ঘটেছে বিস্তার
বেলেহাঁস জলবুড়ে অথবা দীঘেড়ি
গোগার বতর-টানার শব্দের আক্রোশে
মহাকাশ শূন্যতায় জমায়েছে পাড়ি॥

করিডোর

স্রোতের করিডোরে ভেসে যায়
ভেসে যায় মানুষ
তার ঘরবাড়ি কিছু ফুল আর সমস্ত পাথর

পড়ে থাকে ফুলের গন্ধ
বুকের ভিতরটা মাতাল হয়
পিদ্দিমের মত জ্বলে
খাঁ-খাঁ ক'রে জ্বলবে আরো কতোদিন

নুড়ি নুড়ি পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে
একদিন নদীতে নেমে যায় ব'লে—
ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে এখন

স্বস্তির নিঃশ্বাসে বন্ধন বোধকরি
দেওয়ালে মুখ গুঁজে রাখতে রাখতে
মুক্তি পাই এবং বুঝতে পারি ঃ
দেওয়ালই মানুষের রক্তস্রোতের
থেমে যাওয়া শেষ করিডোর ॥

নির্জনে

এক চিলতে ফিকে রোদ্দুর মোড়া
অতীতের দুই আঁজল উত্তাপ
এখনো সিঞ্চিত হয় বুকের ভিতরে—
ধুক ধুক কেঁপে ওঠে
কোমল সোহাগ,
উজান বাতাসে ছেঁড়া পত্ পত্ মাস্তুলের মত
কেঁপে ওঠে, গোড়াশুদ্ধ একটা
আমগাছ
জাম-জারুল অথবা গেরুয়া গরান
অথবা এই আমি
নদীর স্রোতের মত দীর্ঘ রেখায়—
কিংবা ফিকে রোদের সবুজ উত্তাপে
ভেঙে চুরে যাই, চৌচির হ'য়ে যাই
ক্ষণে ক্ষণে,
অথবা মিশে থাকি—
অতীত তুলে এনে একান্ত ভালোবাসায়,
আম-জাম-জারুল অথবা গেরুয়া গরান
গোড়াগাছ কিংবা ডালপালায়,
আকাশে অথবা মাটির কাছে,
গাঁয়ের বাতাসে কিংবা শহুরে হাওয়ায় ;
বুকের কাছে হাত রেখে
এই আমি নির্জনে
চিরকাল নিজেকে খুঁজে পাই।

সময়ের শরীর

শব্দ ভেঙে গড়ে ওঠে এক সময়ের শরীর
বেঁচে থাকে কিছুকাল
অথবা চিরকাল
কড়ি কাঠে মুখ রেখে,
ঘুণিপোকা
কুর-কুরে শব্দ খাচ্ছে ভিতর।
শীত শীতল শিথিল গা,
আলুথালু লকলকে
যেন লাউ কুমড়োর ডগা বাড়ে—

আলকুশি ভাঙা-মন অথবা সর্ষে ফুলে
জারক পোকা,
কারো বা অশিষ্ট আচরণ,
নখের খোঁচায় সময়ের শরীর হ'তে
কতো রক্ত ঝরে?
চিরদিনের প্রকৃতির সন্দর্ভ, ভালোবাসা,
কোমল কঠিন ত্বকে গড়ে সময়ের শরীর

সর্ষে ফুল আর কচির্কাচা ঘাস
রোদে পড়ে আছে,
পড়ে থাকুক,
শুকনো পাতার ফাঁকে ফাঁকে
দিনরাত বেড়ে উঠছে, সময়ের ফুটন্ত শরীর

ভালোলাগে

বাড়ির চাতালে মেঘ নেই বিষ্টি নেই
নেই কিচ্ছু এখন আর
শুধু হলুদ হলুদ ফুলই মাথা নাড়ে বাতাসে বাতাসে
পায়ের নিচে ঝিঁ-ঝি পোকার তালকানা শব্দ আছে
যদিও আছে.........................তবুও

ঘুগরো পোকা শক্তমাটিতে মাথা ঠুকে ডুকরে কাঁদছে
যদিও কাঁদছে.........................তবুও

ছেঁড়া কলাপাতা, শীতের ওড়না, সূর্যের ছায়া খাচ্ছে
যদিও খাচ্ছে.........................তবুও

ভালোলাগে...ভালোলাগে...ভালোলাগে এইসব
হলুদ ফুল ফোটে বাড়ির চাতালে
মাথা নাড়ে গন্ধে বাতাসে যখন।

শহীদ ব্রজনাথ

ফিরে এলে ব্রজনাথ, ধোয়ামোছা হবে, কথাছিল
কথাছিল, ধোয়ামোছা এই সংসারের
ঝাড়নটার চাবিকাঠি ব্রজনাথই রাখে
ঘোরাতে পারে ভা.লা পোক্ত হাতে
ব'লে সে নেতা বনে গেছে

দেশে গেলে ব্রজনাথ ফেরেনা কখনো
অথবা একদিন ফেরে
কে শোঁকে তার কাজ ?
—বেশ সাজানো গোছানোই পড়ে থাকে

থাকে থাকে ধুলো টেবিলের পরে কঠিন ঘৃণার
ইঙ্গিটাক গভীরে খোঁচা-খাওয়া বিবেকের লাশ
বড় খচ্ খচ্ করে বেঁধে
বুকের মধ্যে কলমের রক্তের দাগ
ছোট ছোট কবিতা জামার মাপে তুলে রাখা আছে
সাহেব-সুবাদের ড্রয়ারের চাবিতে
ঘুরে নেমে আসে

প্রতিযোগিতা বারুদ রক্ত হাসপাতাল
ফিরে এসে ব্রজনাথ, সংগ্রামীনেতা
শহীদ শহীদ ব্রজনাথ, বাহবা বেশ
ফি-বছরে নতুন পোশাক প'রে কতো বক্তৃতার মালা—
নেই তার শেষ।

হলুদ ফুল

কলাবতীর ঘোমটা-মোড়া দুই চারটে ফুল
ফুটে ওঠে হলুদ হলুদ
সময়ের মত—

বিকেল হ'লে পরে সূর্যটা নেমে যায় জলে
হলুদ ভেঙে চুবে খান্ খান
লাল জামা'পরে
দিঘির জল
নিস্তব্ধ আলোক-পুলকিত
উৎকণ্ঠিত আবেগ
মাছেদের ভীরু চোখে তবুও তো ভালোবাসা আছে
অসংখ্য তারা চুইয়ে-নামা
আঁধারে ডুকরে ওঠে
তারই শাখা বিস্তারিত
উত্তর হ'তে দক্ষিণ পল্লবিত কলাবতীর বাগান
কে চায়না হলুদ ফুল ফুটুক
সময়ের দলুজে ?

জলের তলায়

লোনা জলে ধুয়ে গেছে ধান খেত
কচি কচি ধান চারার পচাগলা শরীর
এখন জলের তলায়
এই সময় সুযোগে বেড়ে উঠেছে কেবল
ভরা-মাঠ সুঁদি শালুকে শালুকে
অথবা চেচো-বনের ঝাড়ে ঝাড়ে গভীর বাগান
মাঘের শীতের সকাল
শিশির টলটলে পাতার পরে
ফড়িং ডানা মেলে উড়ে যায় কচি কচি পাতার খোঁজে
চ্যাগা-পাখির তুলোমতো হাল্কা শরীর
নরম নরম পালকের ভার
সরু-বাঁকা ঠ্যাং রেখেছে তুলে
সুঁদি শালুকের চওড়া-চওড়া পাতার ঘরে
হতশ্বাস চোখে তার উঠেছে ফুটে বড়
করুণ, চাষীর বুকের ব্যথা—
আজ্জানো ফসল, ধুয়ে গেছে ধানখেত, মুছে গেছে
কচি কচি ধানচারা আমাদের এই বাগানের
ছ্যাখো নিভে নিভে পড়ে আছে তারা কেমন সমস্ত
লোনা জলের তলায়।

কোমল পাহাড়

কোমল পাহাড়ে ডুবে থাকে পৌরুষ
মানুষের সমস্ত পৌরুষ
চাকায় আঁক ঝোঁক রেখা পড়ে
পথের ধুলোর
নিষ্পেষণে তার শরীরের রক্ত ঝরে

কাদা-নরম পৃথিবীর মাটি
নিঃশব্দে ঠুকে ঠুকে
চলে যায় যান্ত্রিক নিয়মের বুটমার্কা'পা

আদি হ'তে আরো কতোকাল
স্মৃতির বিধবা চোখ
শক্ত শক্ত কাঠ পাথরে কুঁদে তুলে রাখে
আপনার তুই চোখ
কালো সোনা মণির পরে—

কোমল কোমল পাহাড় ভেঙে
নরম নরম যা কিছু পায়
খুবলে খায়
জোছনায় ডুবে থাকা মানুষের সমস্ত পৌরুষ।

শান্তি মিছিল

মনে শান্তি নেই—
তাই তো একটা শান্তি মিছিল করি

অনন্তকালের এ মিছিল
ব্যথায় প্রলেপের মত
শুরু নেই এদের
শেষ ও নেই—সাগরের অতলান্তে নৈকষ্য সঙ্গীত।

অতীতের পায়ের নূপুর
কান্না
অনাগত দিনের চোখেও
জল
চিক্ চিক্ ক'রে জ্বলে নৈঃশব্দ্যের গম্ভীর আননে

তাই তো আজো মিছিল, নামে শান্তি মিছিল

ঘুম নেই মিছিলের চোখে।

ডানার শব্দ

নিদ্রাহীন চোখ, শুনি
রাতের কান্না—
ঝিঁ-ঝি পোকার উত্তরাধিকার গোবর ঘাসের চোখে,
মৃত শিশু ক্রোড়ে ক'রে শ্মশানে কাঁদে
আঁধার চিরে চিরে
ডানার শব্দ, শূন্যে শূন্যে
হতাশায় পাখিরা ওড়ে,
বাঁকা নদীর স্রোতের মত—

ব'য়ে যায় খেয়ালীপনার চমক তারার আকাশে।
বাতাস জানালায়
উড়ে যায়
অলক্ষ্যে
চেতনায়
কেবল কৃচ্ছ্র কৃচ্ছ্র জলঝরা ডানার শব্দ
রাতের কান্না—ঝাঁ-ঝাঁ-ঝাঁ
স্বেদ শ্রান্তি মুছে দিয়ে
মিছিল আকাশে ভাসে
শ্লোগান হাতে
অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিঃস্বতায়
খুঁজে পাই পৃথিবীর বাতাসে শুধু—
কৃচ্ছ্র ক্লান্ত শ্রান্ত ভেজা ডানার শব্দ।

অনুভূতি

অনুভূতিগুলো   সজাগ
        অথচ নীরবে কথা বলে।

স্পন্দিত আঘাতে   তরঙ্গায়িত
অশনি আধানে   স্ফুলিঙ্গ
        চমকে শোভা খেলা করে।

বিভেদ বিভবে   চলমানতা
        ক্রমশঃ প্রকাশিত তারে তারে
                জীবন ছুঁয়ে
ভাষার সিঞ্চনে গভীরে শিকড়।

এলাম

সকালী রোদের পায়ে আলতা পরে
এসেছিল এক ঝলক আলো
সাদা ধবধবে বিছানায়
এক মুঠো মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে
বলে ছিলো সে—'আমি এলাম'।

অথবা,
সারারাত জাগা গরমের ঘামে ভেজা
অসহিষ্ণুতার এক বিছানা বোটকা গন্ধ
সরিয়ে দিয়ে ভোরের দিকের বিষ্টি ধোয়া
এক জানালা মুক্ত হাওয়া এসে বলেছিল—
'আমি এলাম'।

অথবা,
শরতের নীল নীল আকাশে তারার চুমকিভরা
শালখানা গায়ে জড়িয়ে একদিন
আবছা কুয়াশা-ভোর সকালে
শীত এসে বলে গেল একটু কাঁপুনি দিয়ে—
'আমি এলাম'।
তেমনি একদিন স্বাতী নক্ষত্রের কোল হ'তে
ঝরে ঝরে পড়ে ভালোবাসার ঝাঁপি ভরা
কতো রঙিন ফুল সোনার প্রতিমার মত
মঞ্জুলা যৌবন নাড়া দিয়ে বলে যায়—
স্বপ্নের যাদু ছোঁয়া কিশোর-কিশোরীর মনে
—এই তো আমি এলাম—
মণি-মঞ্জুষা তোমাদের কাছে বড় ভালোবেসে।

কেয়াফুল

আর নাকে রুমাল চাপা নয়
এবার বুক ভরে টেনে নাও হাওয়ার গন্ধ

বেনোজলের কচুরী পানায় ভেসে এসেছিল—
গঙ্গা ফড়িং
সবুজ সবুজ রোদে
দুশ্চিন্তার ছায়া লম্বিত হয়েছে
তার পাখার আড়ালে।

মরা ডালের শুকনো পাতার ফাঁকে
কতো কতো কেয়াফুল—বিদগ্ধ মানুষ
সুগন্ধ ছড়ায়
পৃথিবীর বাতাসে বিস্তৃত ভালোবাসায়

নাকে রুমাল চাপা নয় আর
বুক ভরে টেনে নাও হাওয়ার গন্ধ।

সময় চুরি

বড় বড় চোখ দুটো ধমকায়
পৃথিবীর জানালা হ'তে
কে কবে সময় করেছে চুরি, বিস্ময়।

শিশু কন্যাটি বাড়ে লতায় পাতায়
বুকে দুধ ধান কুঁড়ি ফসল ফলায়।
সময় চুরি করে—অভিজ্ঞতা
মানুষের গীতা
সিঁড়ি ভাঙা জীবনে সময় পালায়
জীবনের খাতা খুলে মেলেনা হিসাব।

বড় বড় চোখ দুটো ধমকায়—
পৃথিবীর জানালা হ'তে
কে কবে এসে সময় করেছে চুরি
অজান্তে পাকা ভুরু সন্ধ্যায়।

কিম্ভুতের ছায়া

মাঝে মাঝে একটা কিম্ভুতের ছায়াই বটে
হঠাৎ জেগে ওঠে অন্ধকারে—মমির মত
ঘুমের ভিতরে
দুই হাতে কারে খোঁজে ?
শূন্যে শূন্যে হাওয়ায়
ভয় হয়, এ যেন কেউ নয়, কারো নয়
পৃথিবীর ও নয় ;
অথচ আছে, একান্ত আছে সে কাছে
এইটুকু ঘুমের ভিতরে
দুই চোখে বুজে থাকা নির্জনতায়
কে আছে ? কোথায় আছে ?
কিবা ঠিকানায়—
ঘুমের দিকপাশে ছড়িয়ে থাকা
গাঢ় মুঠো অন্ধকার
চোখ তুলে বসে আছে বিছানায়
কথা পুঁতে রাখা ছোট ছোট কথার ঘরে
ইশারায় ইশারায়
যে পথে যাবে ভেবেছ মনে মনে
এ পথ তোমার নয়
একান্তই তোমার নয়
যেটুকু তোমার হ'য়ে গেছে চলা, এই বেলা
ওটা শুধু ভুল ঠিকানায়
অযথা অকারণ ঘুমের ভিতর ছায়া ওঠে হেঁসে
এই তো জানি, ওঠা নিশ্চয়

একটা বিলম্বিতলয় অথবা প্রলয়
হেসে ওঠে শুষ্ক হাসিতে
অথবা বিদ্রূপে
চোখের কিনারায় ধূর্ততায়
ঐ চোখ ঐ হাসি ঐ বিদ্রূপ
বুকের ভিতর কেঁপে ওঠে চিরকাল
হিংসায় নয়, ভালোবাসায় নয়
বুকের ভিতরে জমানো ঘৃণায়
একটা কিম্ভুতের ছায়াই বটে ব'লে
জীবনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
তাকে আমাদের এমনি মত একটা ভয় হয়।

কেউটে

আমার মাঝে একটা কেউটে ঘুমিয়ে থাকে
শহরের বুকে জঙ্গল নামে যখন
সে তার নিজের পথ ধরেই হাঁটে—

ভাগীরথীর নগ্নবুকে যেমনি স্রোত বয়ে যায়
সময়ের তালে কচুরী পানায় সে ভাসে
নিচের গভীরে জীবন্ত নেউলের খেলার করিডোরে
সাপে-নেউলে কখনো কখনো মুখোমুখি হয়।

তারপর ভোরের হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ে যখন
ক্লান্তিতে বিষ্টি ভেজা দু-চোখের পাতা জুড়ে
শুধু স্বপ্নদের আলোড়ন।

এটা সাময়িক

নিজের শরীর থেকে ঘা-চেটে বিষ তুলে নেওয়া
নিজেরই জিহ্বা একদিন
বাক্‌শক্তি রোহিত হ'য়ে যাবে
একথা ভাবিনি কোনদিন বলে
পথের কুষ্ঠ-কুক্কুটের মত শুয়ে আছে পথে কিছু মানুষ।

হাসপাতালের রোগ শয্যায় শয্যায়
নিরাময় চিকিৎসা চলছে জোর
কলকাতার পাতাল ভেদী রেলের
রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির মত
অথবা টেলিফোনের বা
বিদ্যুতের তারের কাটাকুটির মত
চলছে অবিরাম চিকিৎসা নিত্য নতুন ডাক্তারদের হাতে হাতে।

বাঁচার জন্যে বাঁচাতে গিয়ে আপাততঃ মরে আছে ওরা—
কিছু নিষ্পোভ অথচ উদ্যমস্নাত উৎকল্পিত মানুষ।

কলাবতী

গাছে গাছে ফুল ফোটায় ঐ সেই কলাবতী
লাল সবুজ নীল
বসন্ত বাতাস—সবুজ গন্ধে জীবনের স্বাদ
হরেক পাখিরা আকাশে ওড়ে—
টিয়া চিল চড়াই
উদাসী হাওয়ায়
দুই চোখে দুই চোখ রেখেছে তারা সবুজ মাটির দেশে

লাল সূর্যের ময়ুখ পরশ—উত্তপ্ত গহন
অথবা রূপোলী চাঁদের শীতল ছায়ায়
দুধেভরা ধান শিষ
ভালোবাসা ছড়ায়
অকৃপণ পৃথিবীর বাতাসে বাতাসে।

বাজখাঁই গলায় এই-ক্ষণে,
এইটাই আছে সঙ্গীতের আওয়াজ
কলাবতীর শাখায় শাখায় হরেক ফুল ফোটায়
দিনের আলোয় আলোয় বেড়ে ওঠার

কৌস্তুভের মত উজ্জ্বল তাদের শাশ্বত প্রয়াস।

ছায়া

সম্মুখের দেওয়ালে পড়েছে সেই দুষ্টুমুখের ছায়া
নিস্পন্দ শরীর
ফ্রেমে বাঁধা প্রেমের ছবির মত
ধরে রাখা যায় না তাকে

ছায়া না প্রাচীর ?
ছোট থেকে বড় হয় কাছে যেতে যেতে
দুষ্টুমির চোখে
দেওয়ালের কাছে গিয়ে সে তো নিজেরই কায়
আপনাকে খুঁজে পাই দেওয়াল ছুঁয়ে।

পৃথিবীর দেওয়াল আর জীবনের দেওয়াল
দুই দেওয়াল এক হ'য়ে ছায়া ধরে নাচে
হিজিবিজি দাগ
শুরুনেই, শেষ নেই—
কেবলই নিস্পন্দ শরীর
শূন্যতায় ভাঙে গড়ে বাধার প্রাচীর
বোবা ছায়া কথা বলে এই ভাবে শুধু কানে কানে।

তবু আশা

মনটি চুপসে গেছে আজ।
রোদে পোড়া বাতাবি নেবুটির মত
এ পিঠে পোড়া কাল দাগ
ও পিঠে খানিকটা সবুজ।

পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝির ঝিরে হাওয়া
পোড়া-ভিজে মাটির সোঁদাগন্ধ
সবুজ মুখে তারুণ্যের ছাপ
পাতার ঘোমটা খুলে হাওয়ার চুম্বনে
মনে হয়, এ জীবনটা বড় মধুময়।

ওদিকটা বড় করুণ
রোদের ঝাঁঝাল দাঘে পোড়া কালমুখ
যেন ফ্যাকাসে ধূসর অথবা বিবর্ণ রং
বিগত যৌবনে ক্লান্তক্লিষ্ট দেহ···
ঝরা ফুলের পাপড়ি খসার মত
ভেসে আসা করুণ গান তাপদগ্ধ হৃদয়ে বাজে।

শত বর্ষের সঞ্চিত বঞ্চনা জমে জমে আছে
রক্ত মাংসের শরীর আর কত সইতে পারে বলো!
এদিকে ফুলে-রেণুতে বয়ে বয়ে
পেলুম এক মুঠো মিষ্টি হাওয়া।

আর দিকে অনাহার হাহাকার

অত্যাচার রাশি রাশি হলো জড়ো
সমস্ত জীবন জুড়ে প্রাচীরের মত
অথবা খর তাপে দগ্ধ অশান্ত হৃদয়

পোড়ামুখী বাতাবি নেবুটির মত
যতভাবে—দিন যায়, কালক্ষয়
খসে পড়া বুঝি আরো ভালো

মনের কোণে জমে থাকা টুকরো আশা
তাই নিয়ে আজ বেঁচে থাকা
কবে হবে একটু ঝির ঝিরে হাওয়া…

একরকম হাওয়া বইছে

শীত তার শেষ বিজ্ঞাপন দিয়ে চলে গেল
জীর্ণ ফাটা ঘরের চারিধারে প্যাঁকাটির বেড়া
ফুঁড়ে ঠাণ্ডা তুলতুলে হাওয়া ঢোকে যেন
দাঁতে ফোটা শুকনো রক্তের দাগ
কড়্‌মড়্‌ চিবিয়ে খায় মানুষ মানুষের হাড়
সবকিছু এক মহাশূন্যতার ভিতর
শিশুরা ঘুমিয়ে থাকে উওরাধিকার
তৃষ্ণা ভিজেছে কান্না দিয়ে—
তবুও বাঁচার প্রয়াস।

চুরি

তোমার সময় আমার সময় হ'তে
সময় নিয়ে গেছে চুরি ক'রে
নিষ্ঠুর হাতে
আমার সঞ্চয় কমেনি তো তাতে।

ভরা মাস ভরা থাকে
ফিকে রোদ ঘরে আসে
চাঁচারির বেড়া ঝির ঝিরে
অথবা কাচের জানালা চিরে
বনানী হ'তে
মুঠো মুঠো হাওয়া আসে,
খোলামাঠ শুয়ে থাকে সময়ের মত
দীর্ঘ প্রশস্ত সামনে ;

তারই মধ্যে দুই চোখে পড়েছি ব্যথা—
তোমার সময় আমার সময় হ'তে
সময় নিয়ে গেছে চুরি ক'রে।

শক্ত দেওয়াল এবং একটা পেরেক

দেওয়ালটা বড় কঠিন—
চক্‌চকে প্লাষ্টার পেণ্ট
মসৃণতায় নিখুঁত সুন্দর।

হৃদয়টা কখন যে এমন থাকে বোঝা দায়
বার বাড়িতে একদল মানুষের কান্না—
খেতে দাও,
পরতে দাও,
আর একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই দাও।

প্রচণ্ড ঝড়বাদল, নিরন্ন, গৃহহীন মানুষগুলো
কৃপার অন্ন ধ্বংস করা ছাড়া কি
আর কোন উপায় নাই ওদের ?

হ্যাঁ, আছে—
এই পেরেকটা পুঁততে হবে
দেওয়ালে এবং এক্ষুণি

না হ'লে মানুষের চিতা-শয্যার আগুন
ছড়িয়ে পড়বে দিক থেকে দিগন্তে

তাইতো হাতুড়ির ঠোকাঠুকি চলতে থাকে
আর দাঁত খিঁচিয়ে দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে
কান্নার মত।

চা-এর মৃত্যু

সেদিন এককাপ গরম চা
পরিবেশিত হয়েছিল আমার টেবিলে
আমি কর্মব্যস্ত—জীবন জোয়ারে
তখন বাহির দুয়ারে।

ঘরে ফিরে দেখি,
চা-টা একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—
কে একজন শুধালো ও প্রান্তথেকে
'চা-টা খেলেন না?'

সস্নেহে হাত বুলোলাম চা-য়ের কাপে
নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতায়
ততক্ষণে সে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে
অনাদরে একটা উষ্ণপ্রাণ নিভে গেল চায়ের কাপে

স্বস্তিতে থাকো তুমি

বৃক্ষের চোখ আছে।
তার দুই চোখে দুই চোখ রেখেছো পেতে
সমান্তরাল রেখায়
দূর হ'তে শুধু বৃক্ষকেই দেখা যায়
তুমি আছো প্রচ্ছায়ায়।

বৃক্ষের কান আছে।
তার দুই কানে দুই কান রেখেছো পেতে
বিপ্রতীপ কৌণিক রেখায়
দূর হ'তে শুধু বৃক্ষেরই কণ্ঠ শোনা যায়
তুমি প্রজন্ম পড়ে আছো কৌণিক ছায়ায়।

ময়দান উজাড় ক'রে মহীরুহ, সমুদ্র-তরঙ্গে প্রবল এখন—
তোমাকে স্রোতের জলে তিরিতিরি নাচায়
তাসের খেলায়
হারজিতের দায়ভাগ তোমাকেই নিতে হয় প্রতিনিয়ত
চোখে রাখো গাছের চোখ, কানে পাতো গাছের কান,

স্বস্তিতে মিশে থাকো প্রিয়তমার ঐশ্বর্যের আলোকে!

সংসার ভাগ

কখনো কখনো আকাশটা নীচে নেমে আসে
প্রান্তিক মেরু থেকে ফিরে আসা কে সে সন্ধানী,
জাল পেতেছো এবার আকাশটাকে ধ'রে নেবার
বুকের ভিতরে নিঃশব্দ চুমুকে—

বাজের চোখের আঁঠায় বিদ্যুতের কষ নামে
ধীরে ধীরে, কুল কুল শব্দে, নিঃসঙ্গ নদীর গানে
বোঝা না বোঝার ছলনায়—কে কাকে দায়ী ক'রে,
কে কাকে ধ'রে রাখে নিজের কাছে ?

কে কাকে সাজায় চৌকাঠ ডিঙানো ঘোড়া—
জিল টেনে রাখা ছাখো সীমানায় সীমানায়, সিন্দুর,
আকাশ লাল, বাতাস লাল, বুকের ভেতর ও
লাল খণ্ড খণ্ড করে অখণ্ড আকাশ ;

যেখানে যে যতটুকু পারে নিজস্ব রেখা টানে—
অপরিণাম দস্যু ছেলে ভাগকরে সংসার।

ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে যাজ্ঞসেনীর গোটা শরীর
দুঃশাসনের হাতে লাঞ্ছিত হতেছে কোন্ দ্রৌপদীর লাশ ?

ধরে রেখো

এ্যান্টেনার ডালে বসা কাক
আছে কি নেই, ওড়ে কি ওড়ে না
অথবা উড়ু উড়ু ক'রেই বসে থাকে

গান শোনে, অনাসক্ত গান
অবুও শোনে এ্যান্টেনার টানে, এই বেলা—
পায়ের পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছে তার
নিজের শরীরের সমস্তটুকু ভার।

এ্যান্টেনা, তুমি ধ'রে রেখো তারে
উড়ু উড়ু ক'রে যে পাখি উড়ে যাবে
অথচ এখনো ওড়েনি দুই ডানা মেলে॥

বুনো হাঁসের ডাক

এক একটা বুনো হাঁসের ডাক মাথার ভিতরে
কখনো কখনো ডেকে ওঠে
অন্ধকারে
ফুল-পাপড়ির ডালে
অনাঘ্রাত বাতাসে বাতাসে ঠিকানা লেখা
বুনো হাঁস উড়ে বেড়ায় আকাশের গায়
পথে পথে তারার বাতি জ্বেলে তারা
কদম ফুলের রেণুর মত
বর্ষায় স্নান করে
মাটির বুক থেকে তুলে নেয়, খুঁটে খায় সুগন্ধ হাওয়া।

পাপড়ি-দল খোলে তারা
বুকের ভিতরে গোপনে রাখা, কাঁচুলি খোলার মত
মাতাল বাতাস পরশে পরশে নাচে
বনে বনে খেলা করে
অন্ধকারে অথবা পূর্ণিমার আলোয়
ওরা যতো বুনো হাঁস—
অথবা মনের চাতালে উড়ে উড়ে জুড়ে থাকে বুনোহাঁস, বুনোপায়রা

ব্যক্তিগত

পরিতৃপ্ত আবেগে ধীরে নেমে যায় তিরতিরে স্রোত বুকের ভিতরে
ভরা গঙ্গাজল
কল্লোল বাসরে
নক্ষত্রের নিঃশব্দালোক
বিলীন হয়না কোনো দিন নুড়ি পাথরে খেলা ক'রে ক'রে।

প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের সাধনায়
নিয়োজিত গঠে ওঠার স্বপ্নে
ভাঙা চেয়ারের হাত-পা হ'তে জংধরা পেরেক কেঁদে ওঠে ফি-বছরে
আপনার আলো নেই কারো কোনো,
ধার দেনা করা সংসার এবং এইটুকু আলো
বেড়ে ওঠা চাঁদের বুকের কাছে গাছের ডালপালা যেন
এই সত্য যতো সত্য বলে মানি
বুকের আগুনে ভাসতে ভাসতে নিজত্ব রেখা এককালে পার হ'য়ে যাই।

সূর্যের দেশে আঁঠা পড়া চোখের নিচে দীপ্ততেজ
উত্তম স্নাত, খোলস-ভাঙা শাবক শব্দ,
নীল নীল চোখ মেলে দেখে পৃথিবী সুন্দর, একান্ত সুন্দর
যদিও প্রাতিস্বিক আলো নেই কারো কোনো—আলো নেই
এই সত্য যতো সত্য বলে মানি, আমাকে কাঁপিয়ে জ্বর থার্মোমিটারে
পারা নেমে যায়, মুহূর্তে—
মনে হয়, এইসব ছলা বলা কলা কেবলই ব্যক্তিগত

প্রকৃতি সর্বজনীন, ব্যক্তিগত সে-ও এই পৃথিবীর।

জলদাও

পায়ের শিকড়ে জল দাও
জল দাও জল দাও
ছিন্নতরু মূলে
ঝরা পাতা তুলে রাখা
বুকের ভিতরে সবুজ এখন

জল দাও জল দাও
বাগানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছে
পাখির পুরীষ-সারের মত
সাদা সাদা ছাপ পড়ে
মাটির পরে বেড়ে ওঠে
নুইয়ে পড়া গাছ
শিরদাঁড়া সোজা করে চলে

জল দাও জল দাও
পিছিয়ে পড়া হাতে
অকৃপণ ভালোবাসা ভরা
সম্পদ ভাণ্ডার হতে
রুগ্ন-শুগ্ন পৃথিবীর গাছ
পল্লবিত হ'তে চায়
শীর্ণ শিকড়ে তার
অসুস্থ এই মাটির গভীরে

জল দাও জল দাও

ওগো ধরিত্রী জননী
তোমার পুণ্য—ভরা কলস হ'তে
জল দাও ঢেলে
ক্ষমাভরা ঘৃণার চোখে

দুই আঁজল পেতে সেই শূন্যপাত্র-জল
শুষে নোব ভিতরে
বুকের তৃষ্ণার
পরিধি আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত
কত সহস্র যুগ
আকণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ
কান্নার হিম গলা জলে ভিজে আসে গলা
দ্যাখো, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো
ওগো জননী, নয়নে নয়নে ঝরা
কৃপার বিন্দু বিন্দু জলে
তোমার মজা ডোবা সন্তানের
অন্ধত্ব দিনের আলোকে যেতেছে ঘুচে ॥

আলোক বর্তিকা

পৃথিবীর দুই চোখ খুঁজেছে যারে
আবু-বিণ আদমের মত উজ্জ্বল আলোক প্রভায়
আমি ও দেখেছি তারে
চাঁদ ভেঙে ভেঙে ঝরে পড়ে আঙিনা তলে
শিশুর ভাঙাগড়া খেলায় খেলায়
শরতের নভোতলে ঝরণার কল্লোলে
বলাকার ডানায় ডানায়
তুলোট তুলোট মেঘে
বনানীর শিরে শিশির কণায়
সোহাগ চুম্বনে দেখেছি আলোক বর্তিকা
বহুবর্ণ রঞ্জিত তোমার অস্তিত্ব বুকে ধরে
প্রজাপতি ওড়ে পৃথিবীর বাতাসে
মরু মরীচিকা পথে পায়ে হাঁটে উটের মত
গ্রীবায় সঞ্চিত জল তার
সমুদ্রবেলা পৌঁছে গেছে তীর সীমানার।

প্রত্যয়

দুই চোখের তারা ছুঁয়ে একটি উজ্জ্বল বিন্দু
স্থির প্রত্যয়
নক্ষত্র মণ্ডলের রাত জাগা প্রান্তরেখা
শেষ শুকতারায়
দিনের বাঁশি বেজে ওঠে রাঙা সূর্য দিয়ে
তমসার শেষ প্রহর কান্নার আগুন মুছে
সূর্যটাকে করে দিচ্ছে আশায় উত্তপ্ত বর্ণে লাল

'হারমানা হার নয়'—এমন শপথ কে কাকে শোনায়
ভুলের মাশুল বোনা অভিজ্ঞতার সিঁড়ি
বেয়ে বেয়ে পৌঁছায় শেষ সীমানায়

দুই চোখের তারা ছুঁয়ে একটি উজ্জ্বল বিন্দু
স্থির প্রত্যয়।

এক প্রকার ডেরায় ফেরা

সকালী রোদের পায়ে রক্তিম ঝরণা
ধীরে নেমে আসে হৃদয়ের স্রোতে
ঘুঙুর বাজে কান্নার মত —

বিধ্বস্ত সৈনিকের হাইতোলা
বুকের ভিতর শব্দ সংগ্রামের
দুই চোখের তারার গভীরে বিনয়ের বিষমাখা, তিক্ত জ্বালা
হাড় জির জিরে বুকের ঐ মানুষগুলো
যেন পড়ে থাকা ডিমের খোলা
সকালের বৈঠকখানা অথবা ডিম পট্টির গলিতে গলিতে।

ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে বেচাকেনা সারে সন্ধে বেলা
তরকারী বাজার শিয়ালদার ফুটপাতে
বারোয়ারী হাটে
চোখে বুকে তুলে রাখা শুধু—
শূন্য শূন্য ঝুড়ি ঝাড়া সব
সঙ্গী সাথীদের দলে নিয়ে ট্রেনের চাকায়
শিয়ালদাহ স্টেশনের লাষ্ট ট্রেনের যাত্রী—বিনা টিকিটে
মালের বস্তা কেমন জখম হ'য়ে যায়।

মানুষ তার ঘরে ফিরে আসে অসম্ভব রিক্ততা নিয়ে
সীমান্তের কাছাকাছি,
ডেরা পেতে রেখেছে তারা বাঁচার জন্যে—
নিকষা বনগ্রামে।

পুঁটির বিয়ে

কৌলীন্য ছেঁড়া সময় এখন চলছে ধীর গতিতে
সমুদ্র-গর্জনের দাঁতে কাটছে বিষ
হাওয়াময় পরিব্যাপ্ত দীর্ঘদিনের একটা অভিশাপ
অতলান্ত হতে উঠে আসে এবং আসে—
ওর স্রোত-রেখা আজো বেশ বড় মাপেরই মনে হয়।

তা হোক্। বুকের রুমালের গন্ধ নিভে নিভে
নদী হ'য়ে যাচ্ছে এই সময়ে
মানুষের পাড় ভেঙে ভেঙে সরু খাল গাঙের
শিকড় দেশের অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছে দ্রুততর

হে পুলিন! তোমার লোনা জলের কৌলীন্য স্রোতে
এখন আর বিশ্বাস নেই মানুষের
এবং এই বিশ্বাস নেই বলে
আমাদের মুড়ে যাওয়া সংসারের
পুঁটি নামক মেয়েটির দ্বিতীয় বারের বিয়ের পদ্মপাতায়
আমরা সোনার অন্ন মেখে খাই—
ওর আত্মীয় বন্ধুরা সবাই মিলে পরমানন্দে।

কুলহীন কুলীন দারিদ্র্য বধূ সেজে ঘর বাঁধছে মানুষের মধ্যে

উৎসবের মুখ

আজকাল
উৎসবের মুখ হ'তে মদিরার গন্ধ বাতাস
সারারাত পল্লবিত হয় সমস্ত পাড়া
নদীর স্রোতের মত গান গায়

সরু বাঁকা গলির হাটখোলা দুয়ারে
জোয়ান জোয়ান রক্তের লোহিত কণিকায়, শ্বেত কণিকায়
ডাক পাখির পায়ের ছাপ
চিরকাল কাদা নরম মাটিতে মাটিতে
তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে ওঠে আজীবন অন্ধকারে
সাহসের গাছ বেড়ে ওঠে যেন অতি সূক্ষ্মতায়।

অসুস্থ পিতার প্রদীপ তারা
নড়ে ওঠা কাঁপা কাঁপা সময়
হিমের শেষরাতের উত্তাপটুকু
খেলাকরে
জীবন্ত ছবিগুলি মরে গিয়ে
তবুও বুঝি বা বেঁচে থাকে
নিঃশব্দে
দেওয়ালে দেওয়ালে তুলে রাখা
কচি বালকের মাথার ভিতরে কর্মরত কিছু অদৃশ্য হাতে।

পুরানো তমসুক

বহুবছর জীবনের পার হোয়ে গেছে
বৃদ্ধ পিতামহের এখন অবসর জীবন
অফুরন্ত অবসন্নতা
সরু লিকলিকে হাত-পা কুঁচকানো শরীর
ভুঁড়ো পাকা ভুরু ছানিপড়া চোখ
কী যে করেন খিটখিটে মেজাজ এখন
সারা দিনরাত অতীতের স্মৃতিচারণ ?
ঘুম নেই, হাতে লাঠি
ঘরের দাওয়ায় সারাক্ষণ
বসে বসে থাকেন অতন্দ্র প্রহরী
দৃষ্টিহীন চোখে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা—
কে যায়, কে আসে ?
পায়ের শব্দ খুঁজে খুঁজে
গতিবিধি লিখে রাখেন,
নিজের অভিজ্ঞতার ডাইরীতে যেন
গাঁয়ের বাড়িতে চৌহদ্দীর পাহারা
প্রতি পদে পদে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন
সংসার সীমান্তে একখানা জিয়লের বেড়া।

পুরানো তমসুক উড়িয়ে দিও না, হাওয়ায়
যত্ন করে রেখে দিও,
পাথরে পাথরে বেঁধে রাখো জল—
ফুরিয়ে যাওয়া মানুষের সমস্ত ট্রাডিশানাল স্রোত
ছাইয়ের ভিতরের চাপা পড়া পুরাতন আগুণ।

ব'সে থেকো না

অপেক্ষা ক'রে ব'সে থেকো না

পাঠশালার হ'লে পরে ছুটি
পড়ুয়ারা সব ফিরে যায় ঘরে
কেউ ব'সে থাকে না যখন
তুমি ও ব'সে থেকো না।

পাঠাভ্যাস শেষ ক'রে ওরা সবাই
অমল বিমল শ্যামল কমল
যে যার কর্ম ক্ষেত্রে গিয়েছে ছুটে
কক্ষপথে এক একটি গ্রহ-তারার মত
কেউ ব'সে থাকেনি যখন ঘরে
তুমি ও বসে থেকো না।

সূর্য তারা গ্রহ চাঁদ হ'তে শুরু করে,
অণু-পরমাণুর কণিকারা পর্যন্ত
কেউ ব'সে ঘরে থাকেনা যখন
তুমি ও ব'সে থেকো না।

ধান-ফসল

বৃত্তির রৈখিক নিয়মে ছুটছে মানুষ
ছুটছি আমি,
অথবা আমরা সবাই অপেক্ষা করেই থাকি—

কাটা ধান ঝাড়তে ঝাড়তে বর্ষা নামবে যখন
এই বাড়ির চাতালে
সোনা ঝরা ধান ছড়ানো থাকবে চারদিক,
অথবা গুটিয়ে গাটিয়ে নিয়ে স্তূপাকার ক'রে
খড়-আঁটি দিয়ে ঢেকে রাখবে উঠোনের ফসল—এই ধান।

আমাকে ডেকোনা কখনো কোনো নেমন্তন্ন সভায়—
কারণ বুকের ধান ভিজে গেলে
হারিয়ে যাবে ঘুম কাতুরে ক্লান্ত পাখিদের বাঁচার মত চোখ ;
রন্ধ্রান্বেষী ইঁদুরেরা গর্ত খুঁড়ে টেনে নেবে ধান
মাটির ভিতরে
অথবা এই ধান ভিজে গেলে পরে
গজিয়ে উঠবে চাপা পড়া ফ্যাকাসে রংয়ের .
হলুদ হলুদ পাতা—ন্যাবা রোগের চারা
মাঠ-খোঁড়া বিছানায় শুইয়ে রাখবে চাষী।

আর এই রকম ভিজে ধানের স্তূপ ভেঙে ভেঙে
ভাপ তুলে রেখে দেবে বুকের মধ্যে চিরদিনের মত—
মোমবাতির ভালোবাসায় বুকের দেওয়ালে জ্বলে দেশলাইকাঠি।

পালের-নাও

পালের-নাও, দুপাশে পরিচিত ছায়ার মেলা
পরস্পরের যোগসূত্র ছিন্নভিন্ন আজ
প্রত্যন্ত গভীরে দুর্বোধ্য মায়ার খেলা
তোমার কার্যভার
কে বইবে বলো কোথায় উত্তরাধিকার?
নদীতে তুমি মানুষের মত মানুষ হ'য়ে কথা কও।

পালের-নাও, বুকের দুয়ারে রুইয়ে রেখো না
কখনো কোনো শব্দের গাছ
ডালপালায় ওরা ভ'রে দেবে বুকের পাঁজর
শিকড় স্মৃতির টানে নেমে যাবে জলের সায়রে।

তিরতিরে স্রোতে মাছেদের চোখ হাঁটে—
শুধু হাঁটে নতুন পথে
হোগলার দামে গড়ে ওঠা পাখির বাসায়
কাঁটা-ফোটা কথার শাবক
শব্দ-শাবকেরা যা আছে
প'ড়ে থাকে অযত্নে কিছুকাল অথবা চিরকাল;

চিরকাল পড়ে থাকে ওৎপাতা চারিধারে নাগের খপ্পরে।

জোছনায় ঝরছে অবকাশ

ফিস্ ফিস্ জোছনায় চিক্কণ বাটিক-শব্দ নিয়ন জ্বালার
সন্ধ্যা হয়নি যদিও—তবুও একটা হরিৎ পিপাসা
দিনের ক্লান্তি অপনোদনের ছায়ায় বসেছে,
জানালার ধারে—
নিরুত্তাপ বেলা খেলা করে নদীর জল ছুঁই ছুঁই কিনারায় এখন
ঝাউ তাল তলে
তিল তিল করে সময় যাচ্ছে ব'য়ে,
চাঁদের আকাশ হ'তে জোছনায় ঝরছে অবকাশ—

মাটির শিকড় হ'তে উঠে আসে আঁধারের ছায়া
ব্যস্ততার গতিপথে মিশে থাকে জৈব-পাথরে,
সরীসৃপ নেমে যায় আঁকাবাঁকা ডালে
একেকটা সময়ের শরীরের মত তারা কৃষ্ণকায়,
সেই সময়ের বুঝিবা আছে রাক্ষুসে ক্ষুধা
এক্ষুণি ওরা বেড়ে উঠতে চায় জমিন ছেড়ে ;

মুক্তির দরজায় বাধাহীন সীমানা—উলঙ্গ মানুষের চোখে
শরতের রোদ্দুরে একপশলা বিষ্টির মত
নির্মল আকাশে চাঁদের গা হ'তে জোছনায় ঝরে পড়ে—

প্রকৃতির শ্রীহীন শোভার আড়ালে তাদের অনন্ত অবকাশ।

পদ্মফুল

জানালা থেকে কিছু দূরে পদ্মফুল ফুটেছে পুকুরে
গুটি কতকই হবে
কতো কতো শালুক পাতা, কতো কতো শাপলার ফুল
তার মধ্যে গুটি কতক পদ্মফুল
হেমন্তের সকালে শিশিরের সোনা মাখা রোদ
ভারি সুন্দর এই গুটিকতক পদ্মফুল
জানালায় বসে বসে দেখি, আর ভাবি—
শাপলার ফুল আছে বলে
নীল চাঁদোয়ার তলে গুটিকতক পদ্মফুল
ভারি সুন্দর দেখায়।

স্পাইডার ম্যান

সুরা নারী ঐশ্বর্যে সুখী এবং আত্মকামী
দেবতাদের মতন
মুক্ত স্রোতে ভাসমান কিছু মানুষ
ছাঁদনাতলায় উল্লসিত
দিনরাত প্রহরায় প্রহরায় সন্ত্রস্ত
নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—
অথচ প্রজাপতির মতই উড়ে বেড়ায়
বাতাসে বাতাসে, মুক্ত হাওয়ায়
মৌ-ফুলের খোঁচা খাওয়া শরীর জীর্ণ শীর্ণ
পাপড়ির দল-ভাঙা অন্দিসন্দি
খেলনার মতই করায়ত্ব।

দুধ-সর অমৃত স্বাদ পান করে আকণ্ঠ
কাচ-ভাঙা বাঁকা-হাসির চুমুকে নিমেষে
কোঁচকানো ঝুলেপড়া চামড়ার
জীবনটা তবুও উজ্জ্বল
দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে রাক্ষুসে মার্কা ক্ষুধা যত—

শস্যক্ষেত্রের সবুজ পুড়িয়ে খাচ্ছে,
ছাই ক'রে দিচ্ছে
মানুষের সাজানো গোছানো সংসার
অভিনব উৎকল্পিত ডেয়ায় এখন
এই বিশ শতকের আশির দশক চিরে চিরে
অভিযানে নিয়োজিত স্পাইডারম্যান
যেন সমস্ত খাড়াই উৎরাই দেওয়ালে দেওয়ালে
সারি সারি পা বাড়ায়, ছয় ছয় পা, অতিদ্রুততায়

উপরে উঠে যাচ্ছে···চলেছে···যাবে

এবং আরও উপরে

শক্তিমান বিজ্ঞান

আধুনিকতার আধারে আরও শক্তিশালী

তেজস্ক্রিয় শক্তির অবগুণ্ঠনে

নিজেকে উন্নীত করেছে অতীব ভীষণ।

অথচ কাঙালেরই মত—

সে দরিদ্র, নিঃস্ব ভিতরে ভিতরে

উৎকল্পনার মানুষ—আশির দশকে স্পাইডারম্যান

শক্ত চোয়াল তার,

ক্রমশঃ আসক্ত হ'তেছে সে আরও দিনেদিনে

পোড়া ছাইয়ের মত চক্‌চকে সাদা অভীপ্সার দিকে।

দুই চোখের তারায় কাচের পিদ্দিম

জল নেই কারো কোনোদিন

ঝরবে ও না জল পৃথিবীর জন্য—

আপাদমস্তক তরঙ্গের ফেনায় ফেনায় সিক্ত

অথচ দেখেছি, শুকনো কাচের গায়ে বিন্দু বিন্দু

জমানো জল তার

তুহিন শীতে শুভ্র উজ্জ্বল তারকার মত॥

মুক্ত মানুষ

মাতৃস্তন খোঁজে শিশু
ফুটপাতে নিদ্রিতা জননীর বুকে।
ভাঙা কাচ সূর্যের আলো
ঈষৎ নীলাভ
কে জানে কোথায় তার
আসল অস্তিত্ব?

কলিজায় জমানো রক্ত
শেষ হ'য়ে গেছে
নগ্ন পায়ে হেঁটে হেঁটে
পৃথিবীর মাটি। চাতকের তৃষ্ণা—
'একটা পয়সা বাবা!'
সন্তান ধরেছি পেটে
বুকে অসীম জ্বালা—এইরাজ পথে;
কলিজায় জমানো রক্ত
শেষ হ'য়ে গেছে
নগ্নপায়ে হেঁটে হেঁটে
পৃথিবীর মাটি। বড়ো সাধ—
বেঁচে আছি বেঁচে থাকবো আমি
সন্তান যে ধরেছি পেটে।

হিসাব মত

হাটকরা তুয়ারে এখন
গনগনে আগুন
অথবা আগুনের মুখ
উঠতি উঠতি বয়স পুড়ছে ভীষণ
পুড়ছে…পুড়ছে…পুড়ছে
রস পুড়ছে, রক্ত পুড়ছে
হাওয়া পুড়ছে, ঘর পুড়ছে—
সংসার পুড়তে পুড়তে মানুষ-খাকি মানুষ
খণ্ডিত লাশ
জলের পরে কাচের মত ভাঙছে
ভাঙছে তো ভাঙছে
গড়ছে আর না—
জুড়ছে আর না।

বাঁওয়া কোপে কাটা-কলাগাছ
তীক্ষ্ণ হাঁসুয়ার মুখে
পথের পরে
অজস্র ধারায় বেয়ে নামা কষ তার।

শরীর হতে রক্ত খসছে, ইট খসছে
ভিজে ভিজে পৃথিবীর মাটির
পরে গড়ে উঠছে
হিসাব মত একেকটা মৃত্যুর ইমারত।

পারালি পোকা

সবুজের খেত-খাকি পারালি পোকা
কাল কাল মুখেতে বিষের ধার—
আউসের খেত ভ'রেছে মিষ্টি জলের গন্ধে
বয়সের তালে তালি সবুজ মেলেছে পাতা
হাওয়ায় কানাকানি চোখের কাজল-ইশারা
তারুণ্যের বুক ভরা অমলিন ভালোবাসা
দিগন্ত পল্লবিত এখন, সময়ের কোল হ'তে
এই অকৃপণ ভালোবাসা খুবলে খেও না—
কাল কাল মুখেতে বিষের ধার, তোমরা
সবুজের খেত-খাকি পারালি পোকা

চাঁদের টিপ

মনের মধ্যে একফালি জমিতে
এখন ধানের ফসল
আগাছা আর জন্মাতে দোব না
—কোনমতে সেই ক্ষেতে

ভীষণ শত্রু ওরা—
পারালি পোকা তোমরা এসো না,
ফড়িং তুমি উড়ে যাও,
লোনাজল তুমি আর
ভালোবেসো না আমাদের।

ফসল-খাকিদের রুখবার জন্য
নিচ্ছি এই সমস্ত শপথ
আমাদের মা নেই বলে মাতৃঘাতী নই আমরা
হবও না কোনদিন।

ভবঘুরে ছেলেদেরও সংসার আছে
এবং চাঁদের টিপ আছে কপালে—

জোড়া ভুরুতে চাঁদের টিপে এখন
উজ্জ্বল মানুষ, গভীরে উজ্জ্বলতা নিঃস্বতার ভিতরেই
আছে···আছে···আছে···।

যাবো ব'লে

তোমার কাছে যাবো ব'লে
সমুদ্রে পেতেছি বিছানা
নীলপদ্ম এনেছি তুলে,

তোমার কাছে যাবো ব'লে
নক্ষত্র মণ্ডলে ভাসিয়েছি ভেলা,
গিরি-বনানীর পাশে সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু
সযত্নে রেখেছি ধ'রে ;
নিঃশব্দে রেখেছি দুই ঠোঁটে ক'রে চুম্বন
সোহাগী পাখির মত যেন উড়ে যাই তোমার কাছে।

ডাহুকীর কান্না ভেজা ডানা
বুকের ভিতরে ঝরণার জলের মত—
ঝরে ঝরে পড়ে
অবিরাম সাদা সাদা ফেনা।

চারিধারে ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা ঢেউ
আমাকে টানে
আকর্ষণে,
কাছে পাই না পাই—
ছুটে যাবো ব'লে তোমার কাছে।

তাসখেলা

চার চার মাথা এক জায়গায় হলে পরে
আমরা প্রায়শঃ এক প্রকারের তাস খেলে থাকি।
কারো কারো হাতে বিবি, কারো বা গোলাম
কেউবা সাহেব কেউবা টেক্কা দিয়ে
খেলা শুরু করি।

রূপোলী চাঁদ কাস্তে হ'য়ে ধান কাটছে মাঠে
চোখ না-ফোটা ইঁদুরের শিশু সন্তানেরা
চিঁ-চিঁ শব্দ করছে খিদের জ্বালায়—
আমরা শুনিনা, দেখিনা—
কেবল নিজের নিজের জিৎবাজী
গুটিয়ে নিয়ে নিয়ে
চিৎ সাঁতারে জলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাই।

হিসাব নিকেশের পালায় সর্বদা
নাও সামাল সামাল
কেউ কেন এক মুহূর্তের জন্য ও হেরে যেতে চাই না

জীবনের ছায়া

পোড়া-খাওয়া সমিধ কাঠের মত আদর্শে জ্বলে গেছে মাঠ
ঝরে গেছে গাছে গাছে ফুল
মানুষগুলো পুড়ে পুড়ে সারা দেহে এখন শুধু—
ভিতরে জল ফোটে টগবগিয়ে, বাইরে ঠোসের দাগ।

ছেঁকা-খাওয়া কলাপাতা রক্তশূন্যতায় কাঁদে
ন্যাবা রোগে ভুগে ভুগে বিবর্ণ চেহারা, পাংশু দুর্বল
পুঁইয়ে পাওয়া শিশু, চারাগাছ
পোকার কামড়ে তিক্ত সময়—কাদার ভিতরে হামাগুড়ি খায়।

তবুও তো বেঁচে আছে ওরা,
বেঁচে থাকে সোঁদা গন্ধে মাঠে মাঠে
বনঘেঁটুর ঝরা মরা ডালে
নিচুল কাঁটার তলে খোঁচা-খাওয়া, রক্ত ঝরে কপালে
ডাহুক পাখির ডাকে ;
সেই ডাকে উড়ে যাবে—আইওল জমির মাঠে মাঠে
আছে যেথা মাথা তুলে সবুজ ধানের গাছ।

তক্ষক কাঠ কোঁদে জীবন জুড়ে বনের ভিতরে, গভীরে
ইটের পাষাণ-চাপা পড়া হলদে ঘাসের চোখ, শীর্ণ শীর্ণ পাতায়,

এইবেলা যদি লাগে একমুঠো নক্ষত্রের হাওয়া
সবুজ সবুজ ঘাসের শরীরে উঠে আসে, ভেসে ওঠে, জীবনের ছায়া।

বিষণ্ণরাত

সারমেয়দের সজাতি-সংগ্রাম দৌড়ে যাচ্ছে এক চিলতে রোদ্দুরের মত
অন্ধকারের তরঙ্গ-ছেঁড়া এ-দৌড়
নিঃশব্দে পাহারা দেয়, নিরন্তর,
সোনা সোনা বাড়ির চাতাল।

সড়কের হাইড্রেনে চাপা পড়েছে বিষণ্ণরাত
ঊষার আলোর স্নানে
এখন ঘুমিয়ে পড়েছে সমস্ত সারমেয় চোখ
ফুরফুরে হাওয়ায়
তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি গন্ধ শুঁকছে সময়ের
আর সময়ের ম্যানহোল থেকে বেরিয়ে আসে কেবল
পায়ে পায়ে পোড়-খাওয়া ছন্দ-দোলা নূপুর-নিক্কণ।

রোদের ওম-খাওয়া ভালোবাসা দিয়ে
মুড়ে রেখে দাও বিষণ্ণ রাত
ক্লান্তিকর রাত, দুঃখের রাত—
দুষ্টক্ষতের মাছি কাঁদছে, কাঁদুক অনন্তকাল ম্যানহোলের ভিতর।

প্রিয় হরিণ

পুরানো কথাগুলো একেকটা গাছের মতন
অথবা একটা প্রিয় হরিণ
মাটির পরে রোয়া বীজ
বীজ থেকে চারা
চারা থেকে গাছের ছড়ানো ডালপালা এখন।
প্রিয় হরিণ দৌড়ে পালিয়ে যায় আকাশের জঙ্গলে।

রুমালের হরিণ খুঁটে খায় ঘাস
আলপনা পাতা ঘুমের বিছানা হ'তে—

কচি কচি ঘাস তুলে খায় হরিণ।
সুস্বাদু ঘাস তুলে খায় হরিণ।
বুকের সাদা সাদা ঘাস তুলে খায় হরিণ।

পিপাসার নাম হরিণ।
এই হরিণ আমাদের প্রিয়···বড়প্রিয়।

আমার কলকাতা

এই ধূলিশা শহরে হাঁপিয়ে উঠেছি, কয়লার কালো কালো ঘ্রাণে
এই ভঙ্গুর জনপথে ক্লান্ত হয়েছি বড়,
মানুষের টানা রিক্‌শার ঘামের মত—
এই আবর্জনার জঙ্গলে নাকে রুমাল চাপা দিয়েছি
প্রতিনিয়ত আব্রু ঢাকার ছলনায়।

পুঁতি-দুর্গন্ধ এড়িয়ে এড়িয়ে বাঁচতে চাই ব'লে—
আমরা জ্যাম-জটে থমকে আছি এখানে রীতিমত
ধ'রে নিতে পারি, আপাতত কিছু সময়ের জন্য অন্তত।
বাসে ট্রামে মানুষ মানুষের ভিড়ে পরিশ্রান্ত।

মুশকিল-মুশকিলের আসান হয় না আমাদের
মুমূর্ষু রোগিণী হাসপাতালে যাবার রাস্তা পায়না খুঁজে
কোন এক সময় পথের পরেই সে গিয়েছে মরে
আমরা মৃত মানুষের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি নির্বিকার
বুকের ভিতরে কারখানার হাতুড়ি ঠুকছে বার বার
হাপর টানতে টানতে তবুও বলেছি চিৎকার ক'রে
এই কলকাতা আমার—
এই কলকাতা একান্ত আমার।

একটি সূর্য পতনের শব্দ

'মৃত্যুর দংশনে জ্বালা নেই'—
এমনি একটা বোধ এবং তার ডালপালা
যেন আকাশে ছড়ানো মেঘের পরে ভাসতে থাকে তিতিক্ষা
রোদ হ'য়ে ভাসতে ভাসতে তারের কান্না ছুঁই ছুঁই
দিগন্ত সীমানায় পৌঁছে যাই আমরা।

গাছের আড়ালে পাখির শব্দ আছে করুণ
ঠোঁটে ঠোঁট কাটার শব্দ আছে,
টুকরো টুকরো শব্দগুলো—একেকটি সূর্য পতনের মত
এক ভেঙে বহুধা সৃজিত হয় বাতাসে।

শব্দ, তীর এবং লক্ষ্যহীন পথেরা পরস্পর
তুরঙ্গ গতিতে বেসামাল বুকের শূন্যতা
গাছের ডালপালায় ছড়ানো উলঙ্গ মানুষের মুখ
মুক্তকোষ তরবারিরই স্বাদে ক্লান্ত।

বুকের রক্তে সিক্ত পৃথিবী গুমরে ওঠে বারবার ,
তোমার এবং আমার ভালোবাসার এই
মাটির পৃথিবী—যৌথ পৃথিবী কাচ ভাঙার মত ভঙ্গুর।

শূন্যতার ভিতর নিঃস্বতার ভিতর
এসো এইবার হাতে হাত ধরি এবং সূর্যের উত্তাপে ভিজিয়ে
বুকে তুলে রাখি
তোমার আমার পোড়াহাড় এই পৃথিবীর মাটি।

হীরের ধার

মরাস্রোতে তিথিয়ে পড়া নুড়িপাথরের মত
যন্ত্রণা মাখা জীবাশ্ম
মাছেরা ঠোকরায় শেওলার গা
চারিধারে তাদের ক্লান্ত স্রোতধারায়
সাঁতরে বেড়ায় কেবল করুণ নিস্তব্ধতা।

খুবলে খায় হীরের ধার নখে তুলে নিয়ে বুকের ব্যথা
ফুসফুসের রক্তের ডেলা ডেলা দাগ
লাল নীল আর সবুজ ছোপ ছোপ
অগ্নি ঝরা চোখ, ক্রোধের আগুন
চিৎকারে চিৎকারে গড়াতে গড়াতে ক্ষয়িষ্ণু পাথর
ব'য়ে যায় যন্ত্রণার নৈঃশাব্দিক মৌনতা।

হে ক্রুদ্ধ মৌনতা, হে আগুনের মৌনতা, তুমি বিভৎস ভীষণ
মিছিলেরই যাত্রী দিনরাত্রি
ঘাসের পায়ে পায়ে বেড়ে ওঠো অজস্র তিক্ততায়
ভাঙো গড়ো সমুদ্রের তলায়
শেওলার গায়ে জলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে
জীবের জীবাশ্ম আত্মা
ভিতরে লুকিয়ে থাকা হীরের ধার
শক্তিমান তোমার
চিক্ চিক্ ক'রে জ্বলে ওঠো প্রয়োজনে প্রয়োজনে
কাচ কাটো কখনো কখনো পুড়ে যাওয়া খেলার আগুনে।

সোনা বুক দৈন্যে কাঁদে

স্ফীত স্তন দুটি একটা বয়সে
তাল তাল সোনা বাটি
হলুদ আপেল রংয়ে পুষ্ট
বক্ষোজ—সে মনোরম সরসিজ ;
ঢেউ খেলানো খেলানো ঘন বুকে
ঈষৎ চুম্বিত, উন্নত পীন
তারা দোলে কাছাকাছি ধান শিষের মত ;

যৌবন ব'য়ে আনে পূর্ণতা জীবনের—অনাঘ্রাত ফুল
প্রকৃতি ফোটাল তারে
সুডৌল উরসিজ দুটি বাহুমূলে
যেন ব্যূঢ় বক্ষঃস্থলে সমুদ্রের মত গভীর।

দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে ভালোবাসা
ক'রে আকর্ষণ
ঝরণার উৎস হ'তে ঝরে ঝরে নামে
অব্যক্ত ঢেউগুলি উৎক্ষিপ্ত তরলতায়
চুল হ'তে নেমে আসে
পায়ের গোড়ালি ছুঁয়ে নখের দেশে
একেকটি হৃদয় মনের অজান্তে কাছাকাছি আসে।

সান্নিধ্যে—আবেগে গভীর
কাছাকাছি পাবার
সঙ্গোপনে প্রণয়
বার বার অমোঘ মন্ত্রের মত কাছে টানে
কাছে টানে চঞ্চল মাধ্যাকর্ষণ
অতৃপ্ত উপলব্ধিতে—উপলব্ধিতেই পূর্ণ পাত্র হয় ভরপুর।

ভেলার মত ভেসে যায়

স্রোতের টানে

এক নদী পথে

কাছাকাছি এক সাথে

ষাঁড়ের অংসকূট

গোলতাল মাংস পিণ্ড

নেই কোথাও আর—

আমি তো দেখেছি নতুন ক'রে

রাস্তায় পড়ে থাকে

ছেড়া যৌবনের তুটি স্তন

পাঁজবের জীর্ণ খাঁচার—তক্তপোশে

ঘুমিয়ে থাকে ময়লা টিবির বিছানায়

শিল্পড়া আমের আঁটির মত চিপ্সানো বুক

নিস্তবঙ্গ আলোক রেখায়

ঈষৎ বক্রতা

পথের কুকুরের ক্ষতবীর্য ছুঁয়ে ছুঁয়ে

উলঙ্গ মানুষের সমস্ত শরীরে সাঁতলানো ঘা

যন্ত্রণায় কেবলই ছটফট করছে

কর্পোরেশনের জঙ্গল বুকে ধরে কেঁদে যাচ্ছে অবিরাম

— জঙ্গলের মানুষ।

উত্তাপ

বেণীর জল গড়িয়ে পড়ে নিচে থেকে নিচে
অথচ বুক ভেজেনা এখন
কারণ একটা উত্তাপ বাসা বেঁধে আছে সেখানে।

রোদ্দুর তার উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়
বিষ্টির ছায়ায়
রামধনু রংয়ের প্রজাপতিরা এবার
নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায় রোদ্দুরে পাখা মেলে

উত্তাপে ব্যথা আছে,
উত্তাপে ভালোবাসা আছে,
উত্তাপ নিঙড়ানো জলে—
গাছপালা বাঁচে ;
প্রাণের উত্তাপে ফুল ফোটে
পাখি ডাকে গাছে গাছে ডালে ডালে ॥

যেমন দেখেছি

(১)

রাখাল বালক এখন মাঠে গোরু চরাতে যায় না
তেমন
কারণ মাঠে আগের মত সবুজ ঘাসের ক্ষেত নেই আর ।
বরং এক আধটু বিদ্যে জানা থাকলে অন্য কিছু একটা
হতে পারে
ফলে দুধের সাদা মুখটা আগুন। বাজারে কেউ কেউ
এখনো
ছোট শিশুদের জন্য দুধের পশরা সাজিয়ে বসে থাকে দেখেছি।

(২)

পুজোর মুখে কারখানার বন্ধ দরজার উপরে ঝাণ্ডা
ঝুলিয়ে দিয়ে
শ্রমিকেরা পাওনা আদায়ের একান্ত সাধনায় মাটিতে
বসে আছে। যেন
মায়ের শুকনো বুক চুষতে চুষতে নিজের কান্না ভুলে
ঘুমিয়ে যাবার মত
মায়ের উদাস চোখ দুটো কিছু একটা ভাবতে ভাবতে
কোন এক সময়ে
আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নিজেও ঘুমন্ত শিশুর পাশে ঘুমিয়ে পড়ে দেখেছি।

সূর্যতপা ওরা

জীবনের বহুযুদ্ধে ঘটে পরাজয়
সেই তো শেষ নয়—
আঁধার বীথিকা তলে
সূর্যতপা উঁকি দিয়ে
আবার তাকে স্বাগত জানায় ;

পৃথিবীর পথে পথে
উত্তপ্ত ধূলিবালি কণায়
নগ্নচরণ চুম্বিত হয়
কখনো স্নিগ্ধতায়
কখনো যন্ত্রণায়
হঠাৎ হঠাৎ হ'য়ে যায়
এমন তো নয়—বোধকরি, কক্ষণোই নয়।

সিঁড়ি ভাঙা জীবন মানুষের
তাই তো দেখেছি ক্লান্ত পায়ে ওরা সূর্যতপা
চিরকাল কদমে কদমে এগোয়।

কৌতুক কাতর সে

খেলুড়ে কৌতুক-বাবা বানর নাচায় কাঁধে ক'রে
'ত্রিকোণপার্ক'-এর ন্যাড়া কোণে অশ্বত্থ তলায়
সমস্ত মানুষ ভিড় করে চারিধারে কৌতুক-বাবা'র খেলায়
শীর্ষ কোণে ব'সেছে কৌতুক-বাবা'র জমাটী আসর
ভূমিতলে ত্রিভুজের দুই পা নিঃসঙ্গ কাতর
এক কোণে কৃষ্ণচূড়া অন্য কোণে বকুলের গন্ধ
পার্কের সমস্ত সত্যাসত্য বেঁচে আছে এদের বুকের ভিতর
হঠাৎ কৌতুক-বাবা হারিয়ে যায় আইনের খাঁচায়
লোড শেডিংয়ের মত অন্ধকার পার্কে নিঃসঙ্গতায়।

কৌতুক-কাতর কৌতুক-বাবা শ্রীঘরে ভুগে ভুগে এখন
নষ্টালজিয়া'র গাছের ছায়ায়, শুয়ে শুয়ে মনে হয় তার
পৃথিবীর সমস্ত মানুষের গাছে চ'ড়ে বসে আছে সে,
— কেবল একটাই বানর।

কবিতার দুই মেরু

চারটা বাজলে একটা কলম চুরি হ'য়ে যায়
আবার চারটা বাজলে
ঠিক বারো ঘণ্টা একরকম হেঁটে যাওয়ার পরে—
কবিতার একটা লাইন জীবন্ত ছবির মত অতলান্ত রেখা থেকে
উঠে আসে, সমুদ্র কন্যা যেন
দুই করে ক'রে যন্ত্রণা-খাওয়ার গরল চুম্বন।

ভাঙা তরঙ্গের মাথায় নীল ফেনার উত্তেজনা ভীষণ
একই দ্রাঘিমা রেখায়
কবিতার দক্ষিণ-মুখে হাওয়া বয় মৃদুমন্দ
উত্তর মেরুতে রক্তঝরা দুই-চোখ সূর্যের—

বাগান মুড়ে দিতে দিতে নতুন চারা স্পন্দিত হয় আবার সেখানে।

উত্তর হাঁটে দক্ষিণের মুখে, দক্ষিণ উত্তরের দিকে
একই অর্ধ-বৃত্তাকার রেখার পরে
আশ্চর্য, পথ পার হ'য়ে যায় তারা
মুখোমুখি হয় না কেউ কার
বন্ধুর পথে তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে চিরকাল।

বারো ঘণ্টা আগে বুকের ড্রয়ার-শুদ্ধ যে কলমটা চুরি হ'য়ে গেছে—
আবার যদি খুঁজে পায় পরস্পরে খেলাঘরে
কবিতার উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরুর দুই মুখোমুখি বিপরীতপথে।

ধুলো

এই বাগানে ধুলো আছে—
স্তরে স্তরে পুরু, পরিব্যাপ্ত সংসারে
দুই হাতে পরিচ্ছন্ন করা হয় বাগান
গাছের সবুজ পাতা
আর পরিচিত ছাপাখানার মেশিন পত্তর।
পাণ্ডুলিপিতে চোখ ঢেকে ধুলো আর কাঁদবে কতোদিন ?

খোঁচা-খাওয়া ধুলো জেদী ঘোড়ার মত ছিঁড়ছে লাগাম
ঝন্‌ঝনিয়ে ফণা তোলে ধমনীর বাতাসে
রাক্ষুসে সাপের লিক্‌লিকে জিহ্বার ঘ্রাণ—
গোলাবী রং, ভিতরে যেটুকুনি ছিল বেঁচে-বত্তে সঙ্কটে,
বিষে তেঁতো হয়ে যায় ধুলোর শরীর
হিংস্র জাহ্নবীর নীল জলের স্রোত।

পরীক্ষা নিরীক্ষায় বুকের গহন সহজেই অনুমেয়—
ফুসফুস ধুলো উদরস্থ করছে বহুদিন
গাড়ির ইঞ্জিনে যক্ষা ধরেছে কতোকাল আগে।

হায়রে ইঞ্জিন! ধুলো খাচ্ছো খাও, স্বচ্ছ করো প্রকৃতি
আনন্দধারা ব'য়ে যাক্‌
ছাপাখানায় ছাপাখানায়
পৃথিবীর বাতাসে আর উড়ছে না কোনো ধুলোর আগুন
বেঁচে উঠুক জং-ধরা মানুষ আর তার পাণ্ডুলিপি।

তুমি

সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল
তোমারও হয়েছিল ?
দেবীর পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছিল
তোমার মনের ও ?
হয়েছিল···হয়েছিল···হয়েছিল।

আজো তাই পৃথিবীর বাতাসে বিরহ আছে
প্রেম ভালোবাসা আর প্রত্যয়
গান আছে নদী আছে আর ফুলও
কারো জন্য কাঁদে তোমার ব্যাকুল হৃদয় !

সৃষ্টির উৎসারের সমস্ত রূপ
প্রকৃতির নিয়মে
পরিব্যাপ্ত তোমার অনন্ত সত্তায়।

বৃত্ত

চাঁদ বর্তুলাকার সূর্য বর্তুলাকার
গ্রহ তারা এবং শূন্য
পৃথিবী বর্তুলাকার
জীবন আর তার পরিক্রমাও—

যেখানে শুরু সেখানেই শেষ
আবার শুরু ও নেই, শেষও নেই তার।

মানুষ ভেঙে ভেঙে সত্তায় সত্তায় গড়ে ওঠে
শুধু সম্পাদ্য
দিন শেষ হয়,সূর্য অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়
রাত শেষ হয়, সূর্য উল্লসিত হ'য়ে হেসে ওঠে।

বরফ নদী এবং ভালোবাসা—
বৃত্তাকার পথে সবাই চিরকাল পরিক্রমারত
ঈশ্বরের অস্তিত্বের মত।

মানুষের সৃষ্টি

ঘৃণার কপট ভালোবাসা
অথবা হিংসার কাঁচা-খাওয়া বিষ দাঁত
যদি মেলে এক-নদী জলে
এক-বৃক্ষ হতে সঞ্জাত ফল
ঝরে ঝরে পড়ে
বিশ শতাব্দীর অন্তিম সূর্য
তখনো বিবর্ণ ম্লান
উজ্জ্বলতা নিভে যায় মেঘের আড়ালে।

ভুসাকালি মেখে যায় সব শুভ্রতায়
সাগরের ভালোবাসা প্রতত—
মানুষ আর তার অন্তজ হৃদয়
তখনো লুকায় মুখ আপনার সৃষ্ট প্রতিসর্গ শূন্যতায়।

দূরে চলে যাও

তুমি আমার কেউ নও—
কেউ নও কেউ নও কেউ নও—নিশ্চিত তা জেনেছি
তবুও তো ছাখো, একসাথে থেকেছি কতোকাল, এই আমরা
কতো কথা বলেছি, এই আমি—
তোমাকে নিভৃতে নির্জনে
মুখোমুখি বসেছি, বসেছি, বসেছি—জীবনভোর।

দুই চোখে দুই চোখ—অন্তরাত্মায় বেখেছি, আপনারে সপেছি
হাল্কা করেছি হৃদয়-যাতনা ভার
বিষণ্ণ বেদনায় আমার
সুখ দুঃখের ভাগাভাগি এই হৃদয়-সংসার
বুকে তুলে নিয়েছি, তোমাকে দিয়েছি সযতনে
দুঃখ বেদনা হাসি কান্না সত্তা-সম্ভার
যদিও জেনেছি, কেউ নও কেউ নও কেউ নও তুমি নও আমার।

বিদায় বিদায় বিদায় দিয়েছি, তাই ওগো,
তোমাকে আজ শুধু এইক্ষণে, বলি উদাসী মনে, সাশ্রু-নয়নে
কেউ নও কেউ নও কেউ নও—
এই সত্য জীবনের কঠিন সত্যের নিয়মে জেনে।

চলে যাও দূরে
পায়ের রসিতে যতো আছে বাঁধন, যা ছিল বাঁধন, ছিন্ন ক'রে
বুকের ভিতরে সলতের আগুনে পুড়ে যায়,
যদি পুড়ে যায় যন্ত্রণা দহনে

এই কথা বলে যাও তুমি চলে
উত্তরীয় ভাসিয়ে দিয়ে যাও ঐ অতীতের পরিচয়ের ছায়া
বিদায়ের মায়া মুছে দিয়ে—
চলে যাও দূরে ;
চলে যাও চলে যাও, দূরে, দূরে, অনেক, অনেক দূরে ॥

পায়ের ছাপ

যখনই সময়ের নদীতে ভাসতে থাকি
বেহুলাব ভেলার মত
ঘাটে ঘাটে অবিরাম ঘুরে ঘুরে যাই—

মনেব আগুন ছুঁইয়ে রাখতে রাখতে

সকালের উঠে আসা একটা সূর্যকেই
চোখের প্রথম ক্ষুধায় আমবা আলিঙ্গন করতে চাই।

কাকেব কর্কশ সুরে তাব পোড়ানো শরীর
ভাঙা-জল কাচেব আলোকে কেঁপে ওঠে বেহুলাব ভেলা
শিকের হাঁড়িতে অযত্নে তুলে রাখা থাকে
অতীতের নেবা উনুনের পুবানো যন্ত্রণা।
ভালো লাগে—
তবুও ভালোলাগে সাদা ছাইয়ের ভিতরে আছে
ভরা চাঁদের সুডৌল শরীর
যৌবন জোছনায় আছে নিমজ্জিত, ঠোঁটের তৃষ্ণা
বনের ভিতরে হারিয়ে যায়,
বনের ভিতরে খেলা করতে করতে
বনের ভিতরেই পালিয়ে যায়—একটা সময় ;
খুঁজে পায় না পায়, নিভৃতে ধ'রে রাখে—

সেই সময়ের স্মারক যেন ভালোবাসার হারিণীর পায়ের ছাপ।

গাছের মতন

মানুষগুলো যদি একেকটা গাছ হ'য়ে যেতো
একটা কিছু ভালো হোত তখন
পথের ধারে ধারে সুদীর্ঘ শোয়ানো
খরা ঝরা বুকে একটা শান্তির ছায়া পড়ত।

গাছেদের পায়ে পায়ে যে খাবার তৈরী হোত
ক্ষুধার বুদ বুদ চিরে জন্মাত সেখানে
সবুজ সবুজ পাতা

দাঁতের বিষে বড় জ্বালা
নখের বিষে বড় জ্বালা
মুখের বিষে ও বিষম জ্বালা
সব জ্বালা এক হ'য়ে কেন্দ্র বিন্দুতে জ্বলে আমার।

ঝরামন মরাপাতা হ'য়ে প্রহর গুনে যায়
শুধু এট্টুকিনি আশায়
পথে পথে মানুষগুলো যদি
এক মুহূর্তের জন্য কখনো এক একটা গাছ হ'য়ে যায়

পায়ে পায়ে বাড়ে তারা জীবনের ছায়ায় ছায়ায়।

কেন কবি হয়ে যাই

নিজের সৃষ্টিকে নিজে সাফাই করি
জঙ্গল কেটে ছেটে—
দু'হাতের মুঠো ভ'রে
খড় কুটো ঘাস
প্রেমের নির্যাসে সেই সব ঘাসেদের মুখ
ভাজা হয় যেন—

চা-দিয়ে ধোয়া ভাঁড়
নিজেরই এক-মাটির স্বাদের মত
শারদীয়া লিটিলের পাতায়
কখনো কখনো কবিতা লিখে
আমরা তাই কবি হ'য়ে যাই।

প্রিয় কবি আছে যাঁরা
এই সব প্রশ্ন রাখি না রাখি তাঁদের কাছে

আপনার মুখ খুঁজে পাই আমি আমার কবিতার মাঝে।

শারদীয়া লিটিলের পাতায়
তাই কবিতা লিখে লিখে আমরা কবি হ'য়ে যাই!

হাওয়ার মধ্যে ঘর

ক্যাটারাক্ট কেটে গেছে
পেছনের দরজায়
অন্ধকার একরাত পার হ'য়ে
যাওয়ার শব্দে
ঘুম ভাঙা দুই চোখ
সূর্যের দিকে তাকায়।

নীল নীল গাঢ় রঙে
কলাপাতা গুলো
জীর্ণ দশা ঝড়ের ঝাপটায়
মরে গিয়ে বেঁচে আছে

এ বাঁচা বড় যে কঠিন
তবুও বাঁচার আনন্দ আছে
টুপ্ টুপ্ শিশিরের মত ঝরে পড়ে কান্নার
স্নিগ্ধতা পৃথিবীর বুকে···।

জলো মানুষ এক কেনি হোগলার দেশে

বিদ্রূপে মুছে থাকা ক্লান্ত পায়ের ছাপ
সুদীর্ঘ পথের শেষে
প্রতিপদের চাঁদ এখন যা আছে
ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে পূর্ণতার আবেগে।

হাঁটু-গোলা ভরা ধান, অকিঞ্চিৎকর, এখন যা আছে
শেষ পোষের জোড়াতালি দেওয়া দিনগুলোয়
সরু পিঠের গন্ধে গন্ধে, এই বুক খরা-ঝরা গাঙ
নীল আকাশ হতে তুলে নেবে
একেক থাবা বাঁচার মত সতেজ হাওয়া।

আহ্লাদে আনন্দে অথবা বিষাদে
ভরে ওঠে শূন্য গোলা
আর ধানের ডোল নলকুমলোর বুনুনিতে
গড়ে ওঠা কেনি হোগলার ঘর গেরস্থালী
জলো জলো মানুষ জলের পরে টোঙ বেঁধে থাকে
সাঁতরে পার হয় একবুক নদী
হাঁটতে হাঁটতে দুপাশে বন
কেনি হোগলার গাঢ় নীল বনে
ডাকপাখির বাসা
খাদ্যের তালাশের পিছে ভর দুপুর চলে যায়
তাদের ছিপের নেশা
সারাদিন চোখ তুলে চেয়ে থাকে জলের পরে
মাছ ডাঙায় তুলতে পারে কখনো সখনো
অথবা জীবনে পারে না কখনো।

জলো জলো মানুষ
সড়কির মুখখোলা জীবনের খেলা
সাঁতরে পাব হয় একবুক নদী
কাঁসার মত ঝন ঝনে রোদ্দুর—
কখনো ক্লান্ত হয় না তারা
সুদীর্ঘ পথের শেষে
ঢ্যাঙা মানুষের হাসি তামাসা আর বিদ্রূপে
জলো মানুষ বড় ক্লান্ত হয়।

এই পোষ চলে যাবে
তারপর ছেঁড়া মাঘের টুকরো টুকরো শীত
মুড়ি-খাওয়া তালিমারা কাঁথায়
মুছে দিয়ে চাঁদের পিঠ হতে তার
ফুটে ওঠে—জীবনের শেষ দিনের কতকগুলো
পানের পিক মারা জীবন্ত দাগ।

ফসল তুলে আনে ঘরে, জলো জলো মানুষ
তালপাতার মাথালির সরু-তোলা মাথা
সমুদ্রের মাছ তুলে আনে ডাঙায় কঠিন সাধনায়
হাঁটু-গোলা ভরা ধান—এখন যা আছে

পূর্ণত্ব হবে ঘরের সেই হাঁটু গোলা ধানের—
ফের বছরের আমনের ভরা ফসলে॥

ওরা মেঘের মত

এক খণ্ড আঁধার
বুকে নিয়ে তাব
মেঘের মত
        জলজ সন্তাব
ভেসে ষায়
        অজানায়
উত্তুবে হাওয়ায়
ভীষণ রুক্ষতায় শ্বাস পড়ে
স্পন্দিত অসাব
        শিকড়ে বাকড়ে
চেনা মানুষেব সংসাব
আগুনের তাপে
বরফ গলে যায
বিষ্টি হ'য়ে ঝবে
নদীর কিনাবে কিনাবে
        ফসল জন্মায়
ঘুম ভাঙা চোখের
        শুধুই বিস্ময়
প্লাবিত সংগ্রামে
সময় অশ্রুর মত—
        অথবা সময় মেঘের মত উড়ে যায়
একূল ওকূল দুকূল ভাসায়।

মনুমেণ্ট

আলোর রোশনাই ভেঙে পড়ে
আঁধারের বুক ভাঙা ক্রন্দনে

রেঁদা-খোঁড়া কাঠের মত
রাত ভোর
মিটি মিটি তারা জ্বলে
ঠোঁটে নিয়ে তার
সপ্তর্ষি মণ্ডলে ঘেরা সোনালী আঁধার
দোপাটি ফুলগুলো ঝরে পড়ে
বাসের পাদানিতে ঝোলা পাখির মতন
বুকের করুণ ব্যথায় তারা কাতরায়
মানুষের মনুমেণ্টের তলায়

বেঁচে থাকার সুখমাখা স্মৃতিগুলো
মরিয়া হ'য়ে কেবল
আঁধার ফুঁড়ে ফুঁড়ে নিজের উচ্চতা জানায়।

মা-কে

গাভীর ভালোবাসা
তার বৎসেব প্রতি এখনো প্রবল
এখনো প্রবল বলে
জিহ্বা দিয়ে চাটে সন্তানের সমস্ত শরীর
প্রতিলোমে লোমে
ফুটে ওঠে মায়ের মুখের ছবি।

আমার মাকে ও দেখেছি ঠিক এই মতো ক'রে—
বিশ বছরেও কলকাতাব রুক্ষ হাওয়া জলে তার
—এতোটুকু বদলায়নি সে,
ঠিক তেমনি আছে—যেমনি পেয়েছিলাম
গাঁয়ের বাড়িতে
আমাদের শৈশবের বেড়ে ওঠার কালে।

কথাগুলো একান্ত ব্যক্তিগত
তবুও বলতে পারি ঃ
খাঁ-খাঁ করা রাস্তা দিয়ে
অবিরাম দৌড়ে যাচ্ছে যেন একবুক সোনা ঝরা রোদ্দুর।